৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ২৫ কার্তিক – ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ ঃ ১২ নভেম্বর– ১৮ নভেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 4, 12 November - 18 November, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

চালু হল আলিপুর বার্তার নতুন নিউজ পোর্টাল দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শিশুদের ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য পৃথক নূতন

পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলোজি বিভাগ খুলতে চলেছে এসএসকেএম হাসপাতাল। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে চালু হতে পারে এই বিভাগ। এই প্রথম কোনো সরকারি হাসপাতালে খোলা হোলো এই বিভাগ।

রবিবার : হিমাচলের কল্পায় নিজের বাড়িতে ১০৬ বছর বয়সে

প্রয়াত হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটার শ্যাম শরণ নেগী। এবারও হিমাচলের বিধানসভা ভোটে পোস্টাল বালটের মাধ্যমে ৩৪ তম ভোটটি দেন শ্যামশরণ। ভোটাধিকার প্রয়োগ ছিল তাঁর কাছে পবিত্র কতব্য। প্রথম ভোট দিয়েছিলেন।

সোমবার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর রানাঘাট এলাকা থেকে

মনিরুদ্দিন খান নামে এক আল কায়দা জঙ্গিকে গ্রেফতার করলো কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ওপার বাংলা থেকে আসা যুবকদের আশ্রয় ও ভুয়ো পরিচয়পত্র বানিয়ে দিতো মনিরুদ্দিন।

মঙ্গলবার : সংবিধান রচনার প্রথমদিকে জাত ভিত্তিক সংরক্ষনের

সময়সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল। পরে তা বাড়তে থাকে ভারতের রাজনীতিকদের ব্যার্থতা ঢাকা দিতে। সরকার ও আদালতের সিদ্ধান্তে দরিদ্রদের সংরক্ষণ চালু এক ঐতিহাসিক এবং সঠিক পদক্ষেপ।

বুধবার : ডেঙ্গু ক্রমশ মহামারীর আকার নিচ্ছে বাংলায়। শীর্ষে রয়েছে

কলকাতা, উত্তর ২৪পরগনা, হাওড়া, হুগলি। প্রতিদিন ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। মৃত্যু হচ্ছে ছোট থেকে বড়ো সকলের। সরকার, পুরসভা সকলেই ভরসা করছে মানুষের সচেতনতার উপর।

বৃহস্পতিবার : পুলিশের কামড়ে এক মহিলা চাকরিপ্রার্থী। টেট পাশ

করা চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চনার বিরুদ্ধে পথে নেমে আন্দোলনের সময় টেনে হিঁচড়ে প্রিসন ভ্যানে তোলার সময় কামড়ে দেয় এক মহিলা পুলিশ। তাতেও প্রতিহিংসা মেটে নি। জামিন অযোগ্য ধারায় ওই চাকরিপ্রার্থী সহ ৩০ জনকে পাঠানো হয় আদালতে।

শুক্রবার : মানিকই বটে। ঘনিষ্ট তাপসের আগেই জানা গিয়েছিলো

চাকরি বিক্রির কথা, এবার ইডি জানিয়ে দিল ৩২৫ জনকে টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তৃণমূল কংগ্রেস দলের বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ডেঙ্গু নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

লুকোতে যাব কেন : মেয়র

বরুণ মণ্ডল

শহর জুড়ে ডেঙ্গুর দাপট দিশাহারা করে দিয়েছে সরকার থেকে পুরসভাগুলোকে। যতদিন না তা মহামারীর রূপ নিয়েছে ততদিন গুরুত্ব দেয়নি কেউই। কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ নিজে স্বীকার করেছেন, আরও আগে ডেঙ্গু মোকাবিলায় নামলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। বিরোধীরা ডেঙ্গুকে হাতিয়ার করে মাঠে নেমে পড়েছে সর্বত্র। তাদের দাবি সরকার ডেঙ্গুর তথ্য চেপে যাচ্ছে। যাতে তাদের ব্যর্থতা না প্রকাশ হয়ে পড়ে। কলকাতায় এসে এই সুরেই সুর মিলিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীন পাওয়ার। তাঁর অভিযোগ সরকার ডেঙ্গুর সঠিক ডেটা পাঠাচ্ছে না। এর উত্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। 'কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীরা যখন কলকাতায় আসেন তখন বিজেপির নেতা হয়ে কথা বলেন', একথা জানালেন কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর স্ট্যাটাসে যদি উনি আসতেন, তাহলে একথা বলতেন? এ কথা বিজেপির নেতাদের প্রতিধ্বনি করছেন। আমরা কখনই কোনও তথ্য বা ডেটা কেন লুকাবো? ডেটা লুকিয়ে লাভটা কী আছে? কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীন পাওয়ার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ডেঙ্গির ডেটা লুকানোর কথা বলছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। আর ডেটা লুকালে কার সুবিধা হবে? আমার এখানে যদি ডেঙ্গি হয়, বা কোভিড হয় আমি লুকাতে যাবো কেন? বরং যতো বলবো, ততোই ক্রেম করতে পারি। আমার এতো অসুস্থ হচ্ছে, আমাকে কেন্দ্র থেকে এতো সাহায্য দিন। লুকোতে যাবো কেন? আর ডেঙ্গিটা কী আমার ইচ্ছেতে এসেছে? না কী

নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছেতে এসেছে? তাহলে ভারতবর্ষ জুড়ে যে ডেঙ্গি হচ্ছে, তাহলে কী নরেন্দ্র মোদীর অপদার্থতার জন্য ডেঙ্গি হচ্ছে? তাহলে সিঙ্গাপুরের মতো এতো সুন্দর সাজানো গোছানো শহরেও ৫০ হাজারের বেশি ডেঙ্গির কেস হয়েছে। তাহলে কী সিঙ্গাপুর দেশের কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা।

মহানাগরিক আরও জানান, একটা অসুখ আসে, এই যে সারা পৃথিবী জুড়ে কোভিড এসেছে, ভারতেও কোভিড এসেছে। তাহলে এটা মোদীর অপদার্থতা ধরবো। অসুখ আসলে অসুখ আসবে। মানুষকে নিজেকে সচেতন হতে হবে। সবাই মিলে আমরা যদি জল না জমাই ডেঙ্গি চলে যাবে। কোভিডে আমরা যদি কেউই না বাড়ি থেকে বেরোতাম, লকডাউনটা যদি আমরা পুরোপুরি মানতাম, তাহলে কোভিডে এতো মানুষ মারা যেতো না। এটার মধ্যে লুকানোর কী আছে? এটার মধ্যে না বলার কী আছে? উত্তরপ্রদেশে ওদের মতো তো আমরা করিনি। গঙ্গায় তো আমরা ডেডবডি ভাসাইনি। তাহলে ডেঙ্গিতে এসব করতে যাবো কেন? ওই লুকানি টুকানির কথা যারা বলে তারাই আসলে লুকায়। আমি কেন লুকাতে যাবো? আমি কী অন্যায় করেছি।

মেয়র যাই বলুন না কেন, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রক্ত পরীক্ষা করালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও ডেঙ্গুর রিপোর্ট আসছে না। এমন কি রিপোর্ট আসতেও তিন চারদিন পেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে শহর জুড়ে একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ডেঙ্গু ছাড়াও নানা ধরনের জ্বর আক্রমণ করছে শহর থেকে গ্রামে। কিন্তু তার মোকাবিলায় সঠিক পরামর্শ আসছে না স্বাস্থ্য দফতর থেকে। ডাক্তারবাবুরা প্যারাসিটামলের মতো সাধারণ ওষুধ দিয়ে অপেক্ষা করতে বলছেন রোগীদের। কিন্তু সেই জ্বর দশ–বারো দিন পরে কমলেও সুস্থ হয়ে উঠছে না রোগী। দু সপ্তাহ আগে পর্যন্ত পুরসভা এ নিয়ে খুব একটা মাথা না ঘামালেও এখন মেয়র নিজে পথে নেমে পড়েছেন। পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখেও কাউন্সিলরা এখনও ঘুম থেকে উঠতে পারেন নি। যাদবপুরের পূর্বাচলে মেয়র এলাকা পরিদর্শনের সময় বলেন, মানুষকে সচেতন হতে হবে। কাউন্সিলরদের ঘরে ঘরে শিবির করতে হবে। ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কোন কাউন্সিলরকে এখনও সেই ভূমিকায় দেখা যায় নি।

রোগ কাউকে বলে আসে না বা রোগ আসলে কে দায়ী আর কে দায়ী নয় তা ভাবাটাই বাতুলতা। কিন্তু কিভাবে রোগের মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বা রোগ এলে কিভাবে তার মোকাবিলা করা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কার্যকারী প্রশাসনের পরিচয়। উত্তরপ্রদেশ বা সিঙ্গাপুর যেখানেই রোগ আসুক না কেন তা মানুষের জন্য ভয়ংকর। এই উদাহরণ দিয়ে শহরের আনাচে কানাচে যে জঞ্জালময় পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে তাকে কী ঢাকা দেওয়া যাবে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভিযোগ এলাকার আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য বারবার ওয়ার্ড অফিসে গিয়ে আবেদন জানালেও সুরাহা মিলছে না। ডেঙ্গু নিয়েও যদি এ রাজ্যে কেন্দ্র রাজ্য তরজা শুরু হয়ে যায় তাহলে বলি হবে উলুখাগড়া সেই জনগণ। এসব বাক্ যুদ্ধ বন্ধ করে সবাই মিলে বসে ডেঙ্গু মোকাবিলায় উদ্যোগ নেওয়াটাই হবে আসল কাজ।

জলের লাইন বসাতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পিএইচই

কুনাল মালিক

গত ১০ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। নতুন পাইপ লাইনের মাধ্যমে বজবজ–২ নম্বর ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে পানীয় জল পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে সাংসদের তৎপরতায় ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ডোঙাড়িয়াতে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম পানীয় জল প্রকল্প বাম আমলে তৈরি। বাস্তব সম্মত পরিকল্পনার অভাবে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার হচ্ছেন। ২০১৯ সালের ২৯ নভেম্বর মুচিশার জন সভায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে তিনি সকলের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেবেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। ইতিমধ্যেই পাইপ লাইন বসানোর জন্য সার্ভে হচ্ছে।

কিন্তু এই পাইপ লাইন বসানোর জন্য নানা বিভ্রান্তি ব্যবসায়িক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা থেকে নোদাখালী হয়ে বাখরাহাট–বিবিরহাটের দিকে বাঁদিকে দিয়ে যে পাইপ যাবে তার জন্য নাকি ১৮ ফুট জায়গা লাগবে। ওই জায়গা নিলে ব্যবসায়ীদের সমস্ত দোকানটাই ভাঙা পড়বে। তাহলে তাদের জীবন জীবিকার কি হবে? কেউ বলছেন, পি ডব্লুডির জায়গায় ব্যবসা করলেও তারা সরকারকে এতদিন ট্রেড লাইসেন্স বাবদ কর, ইলেকট্রিক বিল সহ অন্যান্য খরচ দিয়ে আসছেন। এখন আমাদের দোকান ভাঙলে আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। কেউ বলছেন, চোলাই মদ খেয়ে কেউ মারা গেলে সরকার ক্ষতি পূরণ দেয়, তাহলে আমরা বঞ্চিত হবো কেন? গত ১০ নভেম্বর নোদাখালী বিডিও অফিসের সন্নিকটে পিএইচই দপ্তরের লোকজন ফিতে নিয়ে সার্ভে করতে এলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের কাজে বাধা দেয়। সূত্রের খবর শনিবার নোদাখালী নতুন রাস্তায় ব্যবসায়ীরা এক সভার আয়োজন করছে এই বিষয়টি নিয়ে। কয়েকদিন আগে সিপিএম একটি পথসভা করে নোদাখালী নতুন রাস্তায়। সেখানে সিপিএম নেতা প্রবীর দাস বলেন, দোকানদারদের ঘর ভাঙা হলে, পুনর্বাসন দিতে

হবে। আমরা উন্নয়নের পক্ষে তবে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে উন্নয়ন চাই না। কোভিডের পর মানুষ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সেই সময় ব্যবসায়ীদের ঘর ভাঙতে গেলে আলোচনা করতে হবে। ২৯ নভেম্বর তারা বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তারা এই ডেপুটেশনে আমন্ত্রণ জানান।

এই প্রসঙ্গে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, সিপিএম এখন ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। বাম আমলে যখন রাস্তার ডানদিকে পাইপ লাইন বসানোর কাজ হয়েছে তখন সিপিএমের নেতাদের দেখা যায়নি আমরাই ব্যবসায়ীদের পাশে ছিলাম। এখন সার্ভে হচ্ছে, মানুষের ক্ষতি যাতে না হয় সেটা আমরা দেখব। পানীয় জলের সমস্যাটাও সমাধান হওয়া দরকার।

ডাঃ হাববার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি সুফল ঘাঁটু এই প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন সবটাই দিশাহীন পরিকল্পনা। ব্যবসায়িদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রয়োজনে পুনর্বাসনও দিতে হবে।

সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর এই প্রসঙ্গে বলেন, বাখরাহাট–বিবিরহাটেও সমস্যা হচ্ছে। অধিকাংশ দোকানই পি ডব্লুডির জায়গায়। দোকানভাঙা পড়লে ব্যবসায়ীরা কোথায় যাবে? আবার পানীয় জলের সমস্যাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচনার মাধ্যমে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর স্বপ্ন পূরণ করতে হবে।

জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী এই প্রসঙ্গে বলেন, কিছু মানুষ জলের পাইপ বসানোকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী বারবার বলেন, মানুষের ক্ষতি করে, তাদের ব্যথা দিয়ে কোনো প্রকল্প হবে না। কিন্তু দীর্ঘদিনের যে পানীয় জলের সমস্যা আছে, সেটা তো চলতে পারে না। এখন সার্ভে হচ্ছে, সার্ভে রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্ত হবে। যদি দেখা যায় বৃহত্তর মানুষের ক্ষতি হবে তখন সরকার পুনর্বিবেচনা করবে। কিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। অহেতুক এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি বা গুজব ছড়াবেন না। সিপিএম বিজেপি ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। কোনো লাভ হবে না। ৩৬৫ দিন তাদের দেখা মেলেনা, সামনে পঞ্চায়েত ভোট আসছে, তাই বাজার গরম করতে নেমেছে।

ডেঙ্গু বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ অক্টোবর শুক্রবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বারুইপুর পুরসভায় অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেত্রী শর্বরী মুখার্জি, বারুইপুর পূর্ব জেলার সভাপতি উত্তম কর, অ্যাডভোকেট তথা বারুইপুর পশ্চিম এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি গৌতম চক্রবর্তী, সহ একাধিক নেতৃত্ব। তাদের মূল অভিযোগ বারুইপুরের বিভিন্ন এলাকায় ড্রেন গুলি অপরিষ্কারভাবে পড়ে রয়েছে, জন্মাচ্ছে ডেঙ্গু মশার লার্ভা, নজর নেই পুরসভার। বারুইপুরের প্রায় ২৪৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে বারইপুর থেকে বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বারুইপুরের বিভিন্ন এলাকায় পুরসভার টাইম কলগুলি খারাপ হয়ে আছে সেগুলি সারানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। বারুইপুরে বিভিন্ন জায়গায় বেআইনিভাবে চলছে পুকুর ভরাট, উদাসীন পুরসভা। এই অভিযোগগুলি নিয়ে বিজেপির কর্মী সমর্থক এবং নেতৃত্ববৃন্দ বারইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরীর কাছে একটি ডেপুটেশন দেয় এবং পুরসভার সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ধর্না প্রদর্শন করে।

ডেঙ্গুর প্রকোপ পর্যটক কমছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গু ছেয়ে গেছে শিলিগুড়িতে। আর তাই বহিরাগতদের আসা কমেছে শিলিগুড়িতে। আর শহরে কমে গেছে হোটেল বুকিং। এ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। শহর শিলিগুড়িতে সবমিলিয়ে প্রায় হাজার তিনেক হোটেল এবং লজ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি লজে খাওয়া–থাকার ব্যবস্থা আছে। এই সব লজে গত দশ দিন ধরে কোন বুকিং হচ্ছে না। পর্যটকদের অভিযোগ প্রচণ্ডভাবে মশার উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় তারা শিলিগুড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। রাতে তো বটেই দিনের বেলাতেও মশার উপদ্রব সাংঘাতিক। হোটেল মালিকেরা জানিয়েছেন তারা প্রচণ্ড চেষ্টা করছেন, হোটেলের চারিদিকে মশা মারার তেল দিচ্ছেন, ধোয়া দিচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। মশা না কমায় পর্যটকেরা বাধ্য হয়েই বুকিং বাতিল করছেন। একই অবস্থা এনজেপি লাগোয়া

হোটেলগুলিরও। পর্যটক বুকিং করছেন না, কারন সেই মশা। তবে হোটেল মালিকেরা জানিয়েছেন এর মধ্যে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন কিভাবে পর্যটকদের মশার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। না হলে মশার কারনে শিলিগুড়িতে কোন পর্যটকই এসে থাকতে চাইবেন না। হোটেল মালিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তারা এই ব্যাপারে মেয়রের সাথে চূড়ান্ত আলোচনা করবেন, তার পরেই সিদ্ধান্ত নেবেন পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে।

নদীপথে কয়লা পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুলিশের তৎপরতায় কুলতলিতে উদ্ধার কয়লা পাচারকারী। বাংলাদেশের জাহাজ থেকে কয়লা চুরি করে নদী পথে সুন্দরবনে পাচার করা হচ্ছিল। গোপনসূত্রে সেই খবর পেয়ে পাচার রুখে দিল পুলিশ। শুক্রবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে কুলতলি থানার পুলিশ একটি ট্রলার আটক করেছে। শুক্রবার জয়নগর ২ নং ব্লকের চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতের বানীরচাল খেয়াঘাটের কাছে ঠাকুরান নদীতে আটক করা হয় ট্রলারটিকে। ওই ট্রলারে প্রায় ১৫ টন কয়লা পাচার করা হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় ট্রলারের মাঝি সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা প্রত্যেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। কী ভাবে কয়লা পাচার হচ্ছিল, প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হলদিয়া থেকে জাহাজে কয়লা বোঝাই করে তা বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে রাতের অন্ধকারে পাথরপ্রতিমার এল প্লটের কাছে জাহাজ থেকে নামানো হয় সেই কয়লা। তারপর ট্রলারে তুলে তা সুন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠের দিকে নিয়ে আসার পথেই ধরে ফেলে পুলিশ। গোপন সূত্রে কয়লা পাচারের খবর জানতে পেরে কুলতলি থানার পুলিশ তড়িঘড়ি বিশাল বাহিনী নিয়ে পৌঁছায় বানীরচাল খেয়াঘাটের কাছে। সেখানে গিয়ে ট্রলারটিকে ঘিরে ফেলে তারা। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১৫ টন কয়লা। যার কোন বৈধ কাগজ পত্র ছিল না বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আপাতত পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ওই কয়লা কোথায় পাচার করা হচ্ছিল। কুলতলি, মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকায় একাধিক ইটভাটা রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কয়লাগুলি সেই ভাটায় বিক্রির ছক ছিল। এর পিছনে কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার এই ঘটনায় ধৃত ৭ জনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) মাকবুল হাসান বলেন, ''কেস শুরু করা হয়েছে। ধৃতদের জেরা করার পর বাকি তদন্ত চলবে।'' আর পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়েই এই কাণ্ডের মূলচক্রীকে গ্রেফতার করতে চায়।

পুরচেয়ারম্যানের কুকীর্তি, শাস্তির দাবি জনতার

দেবাশিস রায়

তরুণীকে মোবাইল ফোনে কুপ্রস্তাব কাণ্ডের জেরে দাঁইহাটের পুরচেয়ারম্যানের পদ হারালেও গুরুতর অভিযুক্ত শিশির মণ্ডলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অনড় জনতা। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরবোর্ডের সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান শিশির মণ্ডলকে এখনও কাউন্সিলর পদে বহাল থাকতে দেখে দাঁইহাটবাসী ব্যাপক ক্ষুব্ধ। জনতার সেই ক্ষোভকে হাতিয়ার করে ইতিমধ্যেই সিপিএম শহরে প্রতিবাদ মিছিল করেছে। ৫ নভেম্বর শনিবার বিকেলে আয়োজিত ওই মিছিল থেকে সিপিএমের শতাধিক কর্মী–সমর্থক অবিলম্বে শিশির মণ্ডলকে গ্রেফতার সহ তাঁর কাউন্সিলর পদ খারিজের দাবিতে সোচ্চার হন। পাশাপাশি অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদ থেকেও তাঁকে অবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবিটি ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে। ৯ নভেম্বর পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবক সহ শতাধিক সাধারণ মানুষ অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওই স্কুলেরই শিক্ষক শিশির মণ্ডলের বিরুদ্ধে হাতে লেখা পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। এদিন তাঁরা শিশির মণ্ডলকে স্কুলের শিক্ষক পদ থেকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়ে অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পল্লব মণ্ডলের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। শিশির মণ্ডলের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপির মহিলা মোর্চা সহ সিংহবাহিনী সংগঠনও। এদিকে, জনৈকা তরুণীর সঙ্গে শিশির মণ্ডলের অশ্লীলতার চূড়ান্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া আধঘন্টা মোবাইল চ্যাটিংয়ের অডিও সহ ভিডিয়ো ক্লিপিংটি সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরপরই চারিদিকে নিন্দার ঝড় ওঠে এবং রাজ্য রাজনীতিও তোলপাড় হয়। সেইসঙ্গে এই কুকীর্তির পরেও প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান তথা দাঁইহাটের ১৩

নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিশির মণ্ডলকে ভাবলেশহীনভাবেই সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে দেখে এলাকাবাসী রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছেন। সিপিএম, বিজেপি সহ ক্ষুব্ধ শহরবাসীর অনেকেরই অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শিশির মণ্ডল একাধিক কুকর্ম করেছেন। বেছে বেছে নিজের পরিজন ও খাতিরের অসংখ্য লোকজনকে অনৈতিক উপায়ে পুরসভায় চাকরিও দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এসব জেনে–বুঝেও মুখ বুজে ছিল এবং তার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে দিনের পর দিন শিশির মণ্ডল নিজেকে কার্যত অসীম ক্ষমতাবান বলেই মনে করতেন এবং যেকারণে তাঁর ঔদ্ধত্যের মাত্রা বাড়ছিল। তবে, এবারের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস কিছুটা নড়েচড়ে বসলেও এখনও পর্যন্ত পুরচেয়ারম্যানের পদ থেকে তাঁকে সরানো ছাড়া শিশির মণ্ডলের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

বিরোধী দলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অনেকের অভিযোগ, শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই পুলিশ–প্রশাসন শিশির মণ্ডলের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ না করায় তিনি এখনও গ্রেপ্তারের বাইরে এবং খোশমেজাজেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

ফেলের সংখ্যা বেশি, উত্তেজনা কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির পলিটেকনিক কলেজের মূল গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। কলেজের ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে আন্দোলনের মুখে পড়তে হয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের। অভিযোগ, প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রথম সেমিস্টারের প্র্যাক্টিক্যালে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম সেমিস্টারের ফলাফল সঠিক না হওয়া পর্যন্ত তারা দ্বিতীয় সেমিস্টারে বসবে না। যদিও পরে অধ্যক্ষের আশ্বাস পেলে আন্দোলন তুলে নেন ছাত্রছাত্রীরা। এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ সুভাশিস মুখোপাধ্যায় জানান, 'কিছু সমস্যা হয়েছে, আমরা খতিয়ে দেখছি কোথায় ভুল আছে। আশা করছি সবার সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবো'। এদিন এই ফলাফল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরাও।তারা জানান এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতকে নষ্ট করবার কোন অধিকার নেই শিক্ষকদের।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দায়িত্ব পুরসভার হাতে। আর প্রধান দায়িত্বে মেয়র। তাই আজ নিজের আধিকারিকদের নিয়ে গোটা কাঞ্চনজঙ্ঘা ষ্টেডিয়াম ঘুরে দেখলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানালেন আমাদের গর্ব এই কাঞ্চনজঙ্ঘা ষ্টেডিয়াম। কত বড় বড় প্রতিযোগিতা এইখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইখানে খেলে গেছেন বিশ্বের বড় বড় ক্রিকেটার এবং ফুটবলারেরা। আর তার সাক্ষী আমাদের শিলিগুড়ির মানুষ। একটু মেরামতির প্রয়োজন। আমরা চেষ্টা করব গোটা ষ্টেডিয়ামের পুরোটাই সংস্কার করে দিতে। আবার শিলিগুড়িতে বড় বড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আর সেটা হলে আমাদের চাইতে বড় আনন্দ আর কেউ পাবে না। শিলিগুড়িতে মোহনবাগান –ইষ্টবেঙ্গলের ম্যাচ হলে ষ্টেডিয়ামে জায়গা হয় না। মেয়র আরো জানান কাঞ্চনজংঘা ষ্টেডিয়াম এখন শুধুমাত্র বাংলাতেই নয় সারা ভারতের মধ্যে অন্যতম সেরা, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ষ্টেডিয়াম সংস্কার। তাই আমরা তৈরী হচ্ছি ষ্টেডিয়ামকে সংস্কার করতে। যাতে মানুষ এখানে খেলা দেখে আনন্দ পান।

কৃতি সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির ৩৪ নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে ওয়ার্ডের কৃতী ছাত্র –ছাত্রী ও ওয়ার্ডের বিশিষ্ট নাগরিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হলো। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং অন্যান্য এম এম আই সিরা। এদিন বহু কৃতি ছাত্রী অনুপস্থিত থাকায় তাদের অভিভাবকদের হাতে সম্বর্ধনা তুলে দেওয়া হয়। রঞ্জন সরকার জানান কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া এবং ওয়ার্ডের বয়স্ক নাগরিকদের হাতে সম্বর্ধনা প্রদান আমাদের প্রধান দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। আমরা যথেষ্ট দায়িত্বের সাথে এই অনুষ্ঠান পালন করি প্রতিবছরই। আমাদের বিশ্বাস আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এইভাবেই এগিয়ে চলবে।

কোচবিহারের রাসমেলাতে শিলিগুড়ির মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচবিহারের রাসমেলার উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মেয়রের সঙ্গে ছিলেন গার্গি রায়চৌধুরী এবং অভয়া বসু। মেয়র জানালেন কোচবিহারের রাস মেলা ভারত বিখ্যাত, তাই প্রতিবারের মত এবারেও রাসমেলা দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। মেয়রের সঙ্গে গোটা কোচবিহার শহরটিকে ঘুরে দেখেন এদিন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার নেতৃত্ব। মেয়র এদিন চায়ের দোকানে বসে সাংবাদিকদের জানান আমরা ছোটবেলার থেকেই কোচবিহারে এসেছি, এই শহরটাকে মন থেকে ভালবাসি, তাই বারেবারে ছুটে আসি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে পথে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির বর্তমান ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে, ডেঙ্গু মোকাবিলায় ব্যর্থ এই বোর্ড। তার দায়ভার বর্তমান মেয়রকেই নিতে হবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য।

এদিন সকালে পুরনিগমের ব্যর্থতার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে সিপিআই(এম) এর ২২ নম্বর শাখা কমিটি। ডেঙ্গু মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লিফলেট বিলি করেন খোদ অশোক ভট্টাচার্য। পথ চলতি সাধারণ মানুষ সহ স্থানীয়দের বোঝান কিভাবে ডেঙ্গু থেকে পরিত্রাণ মিলবে। তিনি আরো জানান এইভাবে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। ডেঙ্গুর সাথে মোকাবিলা করতে হলে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। যা এই তৃণমূল প্রশাসনের একেবারেই নেই। সেই কারনেই এত ভুগতে হচ্ছে।

চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরপাড়া থানার তুলসীপাড়া চা বাগানের সামনে লক্কা রোডে একটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে বনদপ্তরে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি বনবিভাগের দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা গিয়ে চিতাবাঘটির দেহ উদ্ধার করে।

প্রাথমিক তদন্তে বনকর্তাদের অনুমান কোনো গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে চিতাবাঘটির।তবে ময়নাতদন্তের পরেই ওই চিতাবাঘটির মৃত্যুর প্রকৃত কারন জানা যাবে বলে জানিয়েছে বনদপ্তরের আধিকারিকেরা।

জাল নোট সহ কারবারী গ্রেপ্তার

সংবাদদাতা, লালবাগ : রবিবার সন্ধ্যায় লালগোলা থানার বিলবোরা কোপরার রামনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিস ৩৫ হাজার জালনোট সহ কারবারিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতের নাম ইব্রাহিম শেখ। বাড়ি লালগোলা থানার নলডহরি। সোমবার জালনোট কারবারিকে লালবাগ আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দেন। লালগোলা থানার পুলিস আধিকারিক বলেন, জালনোট হাত বদলের জন্য রামনগর এলাকায় অপেক্ষা করছিল। সোর্স মারফত খবর পেয়ে ওই যুবককে আটক করে তল্লাশি ৫০০ টাকার ৭০টি জালনোট উদ্ধার করা হয়। কারবারের সঙ্গে আরও কে বা কারা যুক্ত রয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

রাসে বাউল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস উৎসব উপলক্ষে সাতদিন ব্যাপী বাউল উসব শুরু হল রাজগঞ্জের টাকিমারিতে। মঙ্গলবার রাতে বাউল উৎসবের উদ্বোধন করেন অনুগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকিমারির রাস উৎসব এবছর ২৪ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এলাকার নবমিলন যুব সংঘ ও টাকিমারি বাজার কমিটির পরিচালনায় এই রাস উৎসব চলছে। সঙ্গে চলছে উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও ঝাড়খন্ড, অসম ও বাংলাদেশের শিল্পীরা উৎসবে যোগ দিয়েছেন। রাস উৎসব উপলক্ষে সাতদিন ব্যাপি মেলাও বসেছে। এছাড়া মডেলের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ নভেম্বর– ১৮ নভেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের পরামর্শের প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। চাকরিতে সাফল্য বিলম্বে। আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। ভ্রমণে ব্যয়ের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ত্রিফলার জল খান।

বৃষ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। অর্থ এলেও তা ব্যয়ের সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। জলে ভ্রমণ শ্রেয় নয়।

প্রতিকার : গরুকে বার্লি খাওয়ান।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ে গুরুজনদের পরামর্শের প্রয়োজন। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টি খাওয়ান।

কর্কট রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শিল্পীসত্তার বিকাশের সম্ভাবনা থাকলেও আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। পরিবারের সঙ্গে রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব।

প্রতিকার : কালো ও সাদা কুকুরকে রুটি দিন।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষ করে কম্পিউটার সংক্রান্ত কর্মে বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সূর্য চাল্লিশা পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্যে বিলম্ব। স্বজনের সঙ্গে বিবাদ। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট। শেয়ার মার্কেট বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। ব্যবসায় সাফল্য। পদোন্নতিতে সাফল্যে বাধা। ঠাণ্ডা লাগা পেটের রোগ প্রভৃতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : নিরামিষ খাবার খান।

তুলা রাশি : যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্তভাব। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন কিন্তু সাফল্যে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভবনা। ব্যবসায় সাফল্য। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। অন্যক্ষেত্র থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ করে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

প্রতিকার : বিছানার চার পায়াতে রুপার পেরেক লাগান ব্যবসা ও কাজের বাধা দূর হবে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে বেশি পরিশ্রম সত্ত্বেও সাফল্যে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে সাবধানতার সঙ্গে কার্য করার প্রয়োজন নতুবা বিবাদ বা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্য। শরীর নিয়ে চিন্তার কারণ। মান–সম্মান হানি।

প্রতিকার : বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন না ঈশ্বর বিশ্বাস রাখুন।

ধনু রাশি : প্রিয়জনের আচরণে মনোকষ্ট। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কোনও অনুষ্ঠানে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আনন্দে কাটাবেন। সন্তানের জেদের জন্য পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের সম্ভাবনা। শেয়ার মার্কেটে পুঁজি বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। বাত বা পায়ের সমস্যায় ভুগতে পারেন।

প্রতিকার : সাদা সিল্কের কাপড় পকেটে রাখুন।

মকর রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রিয়জনের নিকট থেকে সাহায্য পেতে পারেন। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের কর্ম নিয়ে গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। প্রেশার, অর্শ প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বা উঁচু জায়গা থেকে পতনের সম্ভাবনা। শিল্পীসত্তার বিকাশের সঙ্গে সম্মান বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ঘরে লাল রঙের বাল্ব লাগান।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ মানসিক চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষ করে গা–হাত–পা ব্যথা। ঘাড়–পিঠের ব্যথার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রিয়জনের নিকট হতে উপহার পেতে পারেন।

প্রতিকার : পাঁচজন কুমারীকে দুধ ও মিছরি দান করুন।

মীন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের মিরোধী মনোভাবে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থ ব্যায়ের সম্ভাবনা। সন্তানের জন্য মানহানির সম্ভাবনা দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। লটারিতে অর্থ বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুঃস্থ ছাত্রদের পেন, পেন্সিল ও খাতা দান করুন।

শব্দবার্তা ২২৩

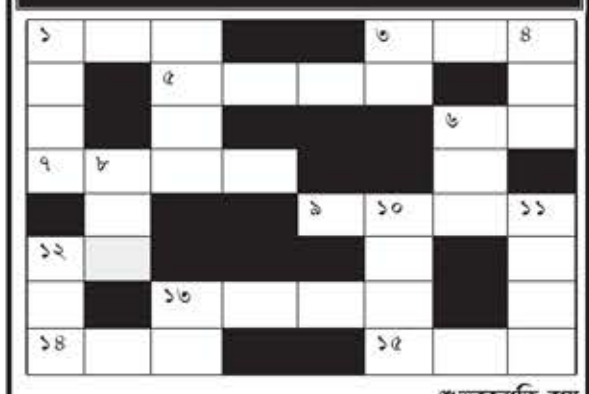

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালির পুত্র ৩। বধ, নিধন ৫। রসপূর্ণ ৬। আজ নয় ৭। ধাতুশ্রেষ্ঠ ৯। সরঞ্জাম ১২। পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ ১৩। বিষ্ণু ১৪। কথা বলা ১৫। সোজা।

উপর–নীচ

১। বাধা, অস্তিত্ব ২। রাজসভা ৩। প্রাচীন এক জাতি ৪। জাল ৬। গোলাবপাশ ৮। ঢেউ, লহর ১০। রাননাঘর ১১। বনের তত্ত্বাবধায়ক ১২। মাপ ১৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত নাটক।

সমাধান : ২২২

পাশাপাশি : ১। গুরুমশাই ৩। তথাচিত্র ৫। অসার ৬। রঙ্গদ ৮। নিশিত ১০। কাঞ্চনী ১১। সুলতানা ১২। চরিত্রদোষ।

উপর–নীচ : ১। গুজগুজানি ২। ইতর ৩। বীচিভঙ্গ ৫। অস্তিত ৬। রজনী ৭। দগ্ধাবশেষ ৯। শিবালায় ১০। কানাচ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

জুনিয়র এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেকনিক্যাল ও হিউম্যান রিসোর্স শাখায় ৫৬ জনকে নেবে বি ই এম এল লিমিটেড। তিন বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে। টেকনিক্যালের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হবে প্রোডাকশন, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মেটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট, প্লান্ট মেইন্টেন্যান্স, মেট্রো টেস্টিং অ্যান্ড কমিশনিং শাখায়। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : KP/S/07/2022.

শূন্যপদের বিবরণ : টেকনিক্যাল : ৫১টি। ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা অনুযায়ী শূন্যপদ :মেকানিক্যাল/প্রোডাকশন /অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০টি, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩টি, ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি।

হিউম্যান রিসোর্স: ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে এইসব যোগ্যতার যে কোনও একটি থাকতে হবে– হিউম্যান রিসোর্স বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসে এম বি এ, মাস্টার ইন সোস্যাল ওয়ার্ক, সোশ্যাল ওয়ার্কে এম এ (স্নাতকোত্ত স্তরে হিউম্যান রিসোর্স বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস পড়ে থাকতে হবে), পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসে ২ বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা (সে ক্ষেত্রে লেবর লেজিসলেশনস–সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বা হিউম্যান রিসোর্সে স্পেশ্যালাইজেশন থাকতে হবে)।

সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। সব ক্ষেত্রেই যোগ্যতামান নির্ণায়ক পরীক্ষায় অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ৬–১১–২০২২ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৩, ও বি সিরা ৫ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

নিমমানুসারে তফসিলি, ও বি সি এবং আর্থিক ভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

বেতন : প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে প্রতি মাসে যথাক্রমে ২৮,০০০ টাকা ৩১,৩০০ টাকা এবং ৩৪,০০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://www.bemlindia.in । দরখাস্তের সময় স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে এই সব নথি– প্রার্থীর সাম্প্রতিক তোলা পটো ও সই, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল, প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্র, প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট, দৈহিক প্রতিবন্ধকার সার্টিফিকেট, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেট, ফি জমা দিয়ে পাওয়া রসিদ।

দরখাস্তের ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ডেটা নিয়ে কাজের প্রশিক্ষণ এইচ এফ ডি সির

তথ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোর্স করাচ্ছে এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক। কোর্সের নাম 'ডেটা ডিজিটস : ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম'। এন আই আই যি (নিট)–এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কোর্সটি পরিচালিত হবে। ১২ সপ্তাহের ভার্চুয়াল কোর্স। কোর্স শেষে থাকবে কাজের সুযোগ।

এইচ ডি এফ সি–র তরফে জানানো হয়েছে বিগ ডেটা ফান্ডামেন্টালস, ডেটা অ্যানালিটিক্স সহ হাতে–কলমে কাজের পযোগী ডেটা সায়েন্স ও টেকনোলজির নানা দিক শিখে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে কোর্সটিতে। প্রশিক্ষিতরা ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা এবং অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডেটা বিষয়ক কাজে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে, সাফল্যের সঙ্গে যাঁরা প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ করবেন, তারা ডিপি–৯০০ সার্টিফিকেট পাবেন। থাকবে কাজের সুযোগও।

আগ্রহীরা বিশদ তথ্যের জন্য প্রোগ্রামের নাম ও যোগাযোগের নাম সহ মেল করতে পারেন এই ই–মেল অ্যাড্রেসে : HDFC infi@niit.com কোর্সের বিজ্ঞপ্তি দেখবেন এই ওয়েবসাইটে : www.hdfcbank.com/careers.

কাজের খবর

সেন্ট্রাল পাওয়ার রিসার্চে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ করবে সেন্ট্রাল পাওয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এটি কেন্দ্রের শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্ত একটি সংস্থা। নিয়োগ করা হবে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার গ্রেড ওয়ান, সায়েন্টিফিক/ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিশিয়ান গ্রেড–ওয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–টু, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ গ্রেড ওয়ান (ওয়াচম্যান) পদে। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ গ্রেড–ওয়ান (ওয়াচম্যান) পদের ক্ষেত্রে শুধু প্রাক্তন সমরকর্মীরা আবেদন করবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CPRI/11/2022 RECRUITMENT.

শূন্যপদের বিবরণ : ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার গ্রেড–ওয়ান : ২০টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বিসি ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা মেকানিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় প্রথম শ্রেণির নম্বর সহ বি ই বা বি টেক। সেই সঙ্গে ২০২১ বা ২০২২–এর গেট পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক করে থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা।

সায়েন্টিফিক/ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৭টি (সাধারণ ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির নম্বর সহ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় প্রথম শ্রেণির নম্বর সহ ৩ বছরের ডিপ্লোমা। সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,০০০ টাকা।

টেকনিশিয়ান গ্রেড–ওয়ান : ১৫টি (সাধারণ ৮, ওবিসি ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট। মাধ্যমিক–সহ ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে ২ বছরের আই টি আই সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–টু : ১৬টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি ৫, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রথম শ্রেণির নম্বর সহ বি এ বা বি কম বা বিএসসি বা বি বিএ বা বি বি এম ডিগ্রি। এছাড়া কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ গ্রেড–ওয়ান (ওয়াচম্যান) : ৭টি (প্রাক্তন সমরকর্মী সাধারণ ৪, প্রাক্তন সমরকর্মী তফসিলি উপজাতি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ও বি সি ১, প্রাক্তন সমরকর্মী– আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ। আর্মি বা নেভি বা এয়ারফোর্সে কাজ করে থাকতে হবে। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৮,১০০–৫৬,৯০০ টাকা।

২১–১১–২০২২ তারিখে প্রার্থীর নির্দষ্ট বয়স হতে হবে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : httpc//cpri.res.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর। বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সরকারি টাঁকশালে চাকরি

জুনিয়র টেকনিশিয়ান টার্নার, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব–স্টেশন অপারেটর সহ বিভিন্ন পদে ১৯ জনকে নেমে কলকাতার আলিপুরের ইন্ডিয়া গর্ভনমেন্ট মিন্ট। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : IGMK//HR (Estt.) Rect/02/2022.

শূন্যপদের বিবরণ : জুনিয়র টেকনিশিয়ান। টার্নার (সিএনসি অপারেটর) : ৩টি, মেশিনিস্ট ২টি, ফার্নেসম্যান ১টি, ওয়েল্ডার ১টি, মেকানিক্যাল ২টি, ইলেক্ট্রনিক্স ১টি। ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৪টি। সাব–স্টেশন অপারেটর : ৩টি। সুপারভাইজার : ২টি। প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://gmkolkata.spn-cil.com দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ নভেম্বর। বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি

চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

উদ্ধার নকল কয়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ওসি প্রসেনজিৎ দত্তের নেতৃত্বে নকল সোনার কয়েন ও লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করলো সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ জাল্লাউদ্দিন ওরফে জালাল। ধৃতের কাছ থেকে তিনশো আঠারোটি নকল সোনার কয়েন এবং দেড় লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রেপ্তার ৯ অপহরণকারী

প্রিয় মুখার্জি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর থানার কাটাখাল এলাকা থেকে ফাঁদ পেতে নয়জন অপহরণকারী কে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানার পুলিশ. বারইপুর থানার পুলিশ পেট্রোলিং ডিউটি করার সময় সন্দেহজনক একটি চার চাকার গাড়ি কে আটক করলে জানা যায় দুজন কে কিডন্যাপ করেছে নয়জন অপহরণকারি। তাদেরকে কি কারণে অপহরণ করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। নয়জন অপহরণকারিকে আজ বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ । সূত্রের খবর অপহৃত ওই দুই ব্যক্তির বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। সূত্র মতে জানা যাচ্ছে পুরনো পাঁচশ ও হাজার টাকার নোট যেগুলি সরকারিভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, সেই নোটের বিনিময় করার জন্য ঝাড়খণ্ডের ওই দুই ব্যক্তিকে এখানে ডেকেছিল এই দুষ্কৃতীরা। তাদের সঙ্গে শতকরা ২৫ টাকায় নোটের বিনিময় সম্পন্ন করার কথা হয়েছিল। সেইমতো ৫০ কোটি টাকার পুরনো নোট দেওয়ার কথা ছিল এই ধৃত ৯ জন অপরাধীদের। এবং ঝাড়খণ্ডের ওই দুই ব্যক্তির কাছ থেকে সাড়ে বারো কোটি টাকা নেওয়ার কথা হয়েছিল সূত্র মারফত খবর। সেই পরিস্থিতিতে এদিন ওই দুজন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দাকে অপহরণ করে এই নয় জন অপরাধী। বারুইপুর থানার অন্তর্গত কাটাখাল এলাকায় বচসা চলাকালীন সন্দেহ হয় বারাইপুরের কর্তব্য রত পুলিশ অফিসারের। সেই সন্দেহবশত জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায় ওই দুই ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে এই নজর ব্যক্তি। তারপরেই তাদের সবাইকে আটক করে নিয়ে আসা হয় বারাইপুর থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনটাই জানা যাচ্ছে, সূত্র মারফত খবর।

কেরালায় মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলো পরিযায়ী শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার সেই পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দি নিথর দেহ এলো নামখানার বাড়িতে। মাসতিনেক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের দক্ষিন হরিপুর এলাকা থেকে রাজেশ মণ্ডল নামের বছর ৩৪ এর যুবক কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিল। সোমবার সকালে কাজ চলাকালীন তিনতলার উপর থেকে ক্রেনের তার ছিঁড়ে একটি ক্রেন নিচে পড়ে যায়। সেইসময় নিচে কাজ করছিল রাজেশ। ক্রেন ছিঁড়ে রাজেশের বুকের উপর এসে পড়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পাশাপাশি থাকা কর্মরত শ্রমিকরা। কেরালার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন ঐদিন রাতে মৃত্যু হয় নামখানা ব্লকের দক্ষিণ হরিপুর এলাকার বাসিন্দা রাজেশের। বৃহস্পতিবার ভোরে কফিনবন্দি রাজেশের নিথর দেহ এসে পৌঁছায় নামখানা ব্লকের দক্ষিন হরিপুরের বাড়িতে।

রাজেশের বাবা বছরখানেক আগে মারা গিয়েছেন। পরিবারের আর্থিক হাল ফেরাতে মাস তিনেক আগে দক্ষিণ হরিপুর এলাকা থেকে কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য পাড়ি দিয়েছিল রাজেশ। সোমবার সকালে ক্রেনে করে কংক্রিটের জিনিস তোলার সময় হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে নিচে থাকা রাজেশের গায়ে এসে পড়ে ক্রেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীন কেরালার একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। রাজেশের বছর ছয়েকের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। বাড়িতে মা, স্ত্রী এবং ছয় বছরের ছেলেকে রেখে পারিবারিক অনটনের কারণে কেরালায় পাড়ি দিয়েছিল বছর ৩৪ বছরের রাজেশ একমাত্র রোজগেরে মানুষের মৃত্যুতে মন্ডল পরিবারে নেমে এসেছে অন্ধকারের ছায়া। কিভাবে ৬ বছরের ছেলেকে মানুষ করে তুলবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না রাজেশের স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার যখন রাজেশের কফিনবন্দি নিথর দেহ দক্ষিণ হরিপুর এলাকায় তার বাড়িতে আসে। তাকে শেষ দেখাটুকু দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন আশেপাশের বহু মানুষজন। ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে তরতাজা যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারের পাশাপাশি গোটা নামখানা এলাকায়।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমিকার বাড়ির সামনে থেকে প্রেমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উস্থি থানার শিরাকোল ভান্ডারীপাড়া এলাকায়। মৃত যুবক ফলতা থানার নিয়াগোঁরাটের বাসিন্দা নয়ন মন্ডল (২৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গত সোমবার বাজারে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয় পেশায় প্লাম্বিং মিস্ত্রি নয়ন। রাতে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বাড়ির লোকের ফোনের জবাবে নয়ন জানায় রাতেই বাড়ি ফিরবে সে। কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হলো না তার। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের লোকজন খবর পায় তাদের ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে শিরাকোলে। উস্থি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ডহারবার পুলিশ মর্গে পাঠায়। পরিবার সূত্রে খবর সোমবার বিকালে নয়ন শিরাকোলে যায় প্রেমিকার সাথে দেখা করতে। পরে সেখানেই বচসার জেরে প্রেমিকার মা তাকে চড় মারে বলে বন্ধুদের কাছে জানায় সে। এরপর মঙ্গলবার সকালে প্রেমিকার বাড়ির সামনে থেকে নয়নের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। নয়নের পরিবারের দাবি প্রেমিকার পরিবারের লোকজন তাদের ছেলেকে মারধর করে পরে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। পুলিশের অনুমান অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে নয়ন। তবে কি খুন, নাকি আত্মহত্যা? তারই তদন্ত শুরু করেছে উস্থি থানার পুলিশ। পরিবারের একমাত্র ছেলে ছিল নয়ন। বাবা পেশায় দিনমজুর। নয়নের মৃত্যুতে পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া।

ব্যবসায়ীকে অস্ত্রের কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোরের লোকাল ট্রেনে যাত্রীকে এলোপাথাড়ি ধারালো অস্ত্রের কোপ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার দেউলা স্টেশনে। আহত ব্যক্তি মসিয়ার জমাদার (৩৮) নেতড়ার বাসিন্দা।

জানা যায়, রবিবার ভোর ৫ টা ৪০ মিনিটে নেতড়া স্টেশন থেকে শিয়ালদহ আপ লোকাল ট্রেনে চেপে গড়িয়ার উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছিলেন মসিয়ার জমাদার। নেতড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লে ট্রেনের কামরায় আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মসিয়ার জমাদারের উপর চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে । দেউলা স্টেশন এলে ট্রেন থেকে নেমে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। অন্যদিকে ট্রেনের যাত্রীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় মসিয়ার জমাদারকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন।

জানাযায়, মসিয়ার জমাদার পুরনো জিনিসপত্র কেনাবেচার ব্যবসা করেন। গ.য়িাতে তার দোকান রয়েছে বলে জানায় মসিয়ার জমাদারের পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার জি আর পি থানার পুলিশ

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল কলেজের দাবি

আমানুল্লা মোল্লা : ১৯৯৩ সালে চালু হয় ক্যানিং মহকুমা।এরপর ২০০৬ সালে চালু হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। প্রায় ৩৫ বিঘে জমির গড়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালটি। দিনের পর দিন এই মহকুমায় বাড়ছে লোক সংখ্যা। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমার প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। ফলে এই হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যাও। বিগত বাম সরকারের আমলে ভেঙে পড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাও এমনই অভিযোগ তুলে ছিল বিরোধীরা। ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে বার বার ছুটে এসেছেন সুন্দরবন সফরে। সুন্দরবন জুড়ে উন্নয়ন জোয়ার আসে। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই হাসপাতালে একের পর এক উন্নত মাপের চিকিৎসা ব্যবস্থা এসেছে। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান থেকে শুরু করে ব্লাড ব্যাংক, সিটি স্ক্যান, এক্সরে, সিসিইউ, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব। উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য বেড়েছে এই মহকুমা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থেকে শুরু করে বারুইপুরের কুলতলি, ভাঙড় সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে রোগী। এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সাপে রোগী চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা

হাসপাতালে ছুটে আসে। আর এই রোগীর সংখ্যা বেশী থাকার কারণে এই হাসপাতালে সুপার ডাঃ অপূর্ব লাল সরকার তার দফতরের কাজ সেরেই নিজেই রোগী দেখতে শুরু করেন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে।

এমনকি সুপার ডাঃ অপূর্ব লাল সরকার কখনও কখনও দুঃস্থ রোগীর হাতেও তুলে দেন বস্ত্র,ফল সহ বিভিন্ন সামগ্রী। তবে ক্যানিং মহকুমাবাসী বহু দাবি একটি মেডিকেল কলেজের। যেহেতু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি আছে ক্যানিংবাসী চায় এই জমিতে গড়ে উঠুক ক্যানিং হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিকেল কলেজ। ক্যানিং মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠলে সুন্দরবনের বহু ছাত্র ছাত্রী ডাক্তারি পড়াশুনায় অনেকটাই উপকৃত হবে। এ বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সুপার ডাঃ অপূর্ব লাল সরকার বলেন, এই মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল কলেজ হওয়ার মত পরিবেশ আছে। এ বিষয়ে বিভাগীয় দফতর আছে। তিনি আরও বলেন, রোগী আমার কাছে ভগবান। এই মহকুমা হাসপাতালে দিনের পর দিন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হাসপাতাল কতৃপক্ষ সব সময় ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। যার ফলে এই মহকুমা হাসপাতালের সুনাম বেড়েছে। এদিকে ক্যানিং মহকুমা জুড়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল কলেজের দাবিতে চলছে গণ সাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। এই গণ স্বাক্ষর তুলে দেওয়া হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভাগীয় দফতর গুলিতে।

স্থানীয় মানুষদের দাবি মেডিকেল কলেজ তৈরি হলে সুন্দরবনের বহু ছেলে মেয়ে ডাক্তারি পড়াশুনায় উপকৃত হবে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন আসবে। এমনকি সুন্দরবনের সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিকের উন্নয়ন ঘটবে। তবে ক্যানিং মেডিকেল কলেজ না হলে আগামী দিনে ক্যানিং মহকুমাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে জানান মহকুমাবাসী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত ক্যানিং মেডিকেল কলেজ, ক্যানিং মহকুমায় বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানিং পৌরসভা,ক্যানিং এসিজেএম কোর্ট, ব্রিজ, ক্রংকিটের পাকা বাঁধ নির্মাণ সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের পড়ে থাকা ইস্যুতে ধাক্কা খেতে পারে শাসক দলের ভোট ব্যাঙ্ক। সরকারকে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

বেহাল রাস্তা দুর্বিসহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং এক নম্বর ব্লকের অধীনে ইঁটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে সুখ সাগর বুথে ইটের

এক কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। রাস্তাটি দুমকি সেন রোডে গিয়ে মিলেছে। এই রাস্তাতেই যোগাযোগ বারুইপুর ও কলকাতার সঙ্গে। নবপল্লী থেকে ইয়াকুব মোল্লার কালভার্ট পর্যন্ত চার বছর আগে কিছুটা ঢালাই পড়েছিল তারপর সব চুপচাপ।

বুথ সভাপতি শাহ আলম শেখ বলেন, আগামী পঞ্চায়েত ভোটের আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জনবহুল রাস্তাটি ঢালাই করা হবে। সুখ সাগর বুথে কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। তিনি স্বীকার করেন কয়েকটি রাস্তা পড়ে আছে, মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। গ্রামের সদস্যা রেহেনা শেখ বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ শুরু করতে হবে। ইঁটখোলাগ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান খতিব সরদার নবপল্লী রাস্তার বিষয়ে বলেন, পঞ্চায়েতে টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওই রাস্তার কাজ শুরু করে দেবো।

৫০ বছরের মাটির রাস্তা পাকা করার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গলা ডহরা জামাদার পাড়া থেকে মতিরাম হাই স্কুল পর্যন্তপাঁচ কিলোমিটার রাস্তা আজও মাটির হয়ে পড়ে রয়েছে। আমতলা গ্রামের বাসিন্দা ইসাহাক দেওয়ান বলেন বামফ্রন্ট আমল থেকে এই রাস্তা আজও মাটির হয়ে আছে। এক পশলা বর্ষা বৃষ্টি হলে দুঃখের শেষ থাকে না। এক হাঁটু গর্ত পরিণত হয়।

আশা ছিল টিএমসি সরকারকে ক্ষমতায় আনলে রাস্তাটি পাকা হবে, কিন্তু সে আশা আজও পূর্ণ হয়নি। আর এক বাসিন্দা আমিনুদ্দিন দেওয়ান বলেন, অনেকবার আবেদন করা সত্ত্বেও এখনো এই রাস্তা এভাবেই পড়ে আছে। রাস্তার দুই ধারে ১৫ হাজার মানুষের বসবাস। এই রাস্তা দিয়ে একদিকে ঘোসা বড় বাজার আর অন্যদিকে ক্যানিং যায় বহু মানুষ। মনে হচ্ছে এ দুঃখ আমাদের চিরকাল থেকে যাবে। হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে রোগী বাড়িতেই মারা যাবে। ভগ্নি গ্রামের বাসিন্দা ঋষিকেশ কাঞ্জি লাল বলেন রাস্তা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠকানো হয় আমাদের। এবার আমরা পঞ্চায়েত ঘেরাও করব। আমরা কষ্ট করে ভোটে জিতিয়েছি, প্রধান করেছি, বাড়ির পাশে সদস্য আছে তবু কোন গুরুত্ব নেই। এইবার যদি রাস্তা না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দকিশোর সরদার আমাদের বলেন, সরকারের ফান্ডে কোন টাকা নেই আমরা কি দিয়ে রাস্তা করব। য দি কোন টাকা অ্যালটমেন্ট হয় তাহলে ওই রাস্তার কাজটি আমরা করে দেব।

হাওড়া ময়দান মার্কেট ধরাশায়ী

অশোক সেন : একসময় হাওড়া ময়দান কাপড়ের মার্কেট হিসাবে ছিল নামকরা। ব্যবসার ছিল রমরমা অবস্থা। কলকাতা মহাত্মা গান্ধি রোড মার্কেটের পরেই হাওড়া ময়দান মার্কেটের স্থান ছিল। কিন্তু এখন তার বেহাল অবস্থা। ব্যবসায়ীদের দাবী গত ৫-৭ বছর যাবৎ হাওড়া মার্কেটের কেনা বেচা ২৫-৩০ শতাংশ কমে গিয়েছে। করোনার পর থেকে বেচা কেনা ৭০-৭৫ শতাংশ হ্রাস পায়। ব্যবসায়ীরা পড়েন চরম দুর্বিপাকে। হাওড়া ময়দান মার্কেট জমে ওঠার কারণ এখানে কম দাম থেকে বেশি পর্যন্ত সবরকম জিনিস পাওয়া যায় যেটা কলকাতা মহাত্মা গান্ধি রোডে হয় না। এখানে ভালো মালের অর্থাৎ বেশি দামের জিনিসের প্রভাবটাই বেশি। করোনার পর মহাত্মা গান্ধি রোড মার্কেটও ৫০ শতাংশেরও বেশি ধরাশায়ী হয়েছিল। ২০২২এ পুজোর মার্কেট কিছুটা হলেও চাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু হাওড়া ময়দান মার্কেটের একই অবস্থা। যার জন্য ময়দান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিছু ব্যবসায়ীর মতে করোনার আগে প্রথম ধাক্কা লাগে নোটবন্দির কারনে। কিন্তু মোটের উপর ২০২০র করোনার পর থেকে মার্কেটের শোচনীয় অবস্থা। আর কোন দিনই আগের অবস্থা ফিরে আসবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান ব্যবসায়ীরা। এখন শুধু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। হাওড়ার পাইকারি বাজার যেটা মঙ্গলা হাট বলে পরিচিত যা সপ্তাহে একদিন বসে তার হালও শোচনীয়।

কলকাতা ও হাওড়ার পুরানো হাটগুলো ক্রমশঃই তার জৌলুস হারাচ্ছে। আগে সাপ্তাহিক কেনাবেচায় যে হাটগুলো গমগম করতে সেগুলো এখন ক্রেতাদের আর আকর্ষণ করতে পারছে না। এর কারণ হিসাবে ব্যবসায়ী মহলের দাবী এলাকায় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট হেটো মালের দোকান। তার উপর হাট এখন কর্পোরেটের দখলে চলে যেতে বসেছে। মেটিয়াবুরুজ ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ধারে হাওড়ায় তৈরি হয়েছে তিন চারতলা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হাট। সেখনে অনেক সুবিধায় সস্তায় কেনাকাটা করার হাতছানি দেওয়া হচ্ছে। এর উপর নেমে এসেছে অনলাইনে কেনাকাটার খাঁড়া। তাই পুরনো জৌলুসহীন হাট বাজারগুলোর আধুনিকীকরণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে এইসব বাজার টিঁকিয়ে রাখা মুশকিল বলে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির অভিমত।

বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে, ব্যস্ততা প্রশাসনেও

মলয় সুর

বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজোতে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালাবে কমিশনারেট ও জেলা পুলিশ। পুলিশ, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা ও কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমনকি ঘাটগুলিও পরিদর্শন করা হয়। পুজোর দিনগুলিতে যাতে কোনো অশান্তি না হয় সেজন্য পুলিশের পাশাপাশি পুরসভা ও পুজো কমিটিগুলিকে বৈঠক থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এবার সাহাগঞ্জ, কেওটা বাঁশবেড়িয়া এলাকায় প্রায় দু'শোটি পুজো হচ্ছে।

এর মধ্যে সাহাগঞ্জ বাঁশবেড়িয়া কেন্দ্রীয় কার্তিক পুজো কমিটির

আওতায় মোট ৬৭টি পুজো হবে। তার মধ্যে ৪২টি পুজো কমিটি ২০ তারিখ সন্ধ্যায় বিসর্জনের শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত পুজোর দিনগুলিতে পুরসভার তরফে রাত ১১টা পর্যন্ত ও বিসর্জনের দিন সারারাত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র করবে বাঁশবেড়িয়া পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী বলেন, প্রতি বছরের মতোই এবারও পুজো কমিটি ও দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য পুরসভা সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

বাঁশবেড়িয়া পুরসভা থেকে স্থায়ী সিসিটিভি ক্যামেরা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে অতিরিক্ত ক্যামেরা লাগাবে জেলা পুলিশ ও কমিশনারেট। এছাড়া বিসর্জনের দিন ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চলবে।

স্থানীয় সাংবাদিক রাজেশ দেবনাথ বলেন, এবারে ৯টি পুজোমণ্ডপে জুবিলি রয়েছে। সেগুলি হল কুণ্ডুগলি মিলনী, বেলতলা রেনেসাঁ, খামার পাড়া ষড়ানন, নারায়ণতলা অগ্রগামী সংঘ, ঘোষপাড়া রবীন্দ্র সংঘ। এর মধ্যে হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুক্ত রয়েছে। এছাড়া বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ১০টি ওয়ার্ডে পুজো হচ্ছে, যেমন ১ থেকে ৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে পুজো হয়। মোট ৫টি ঘাটে কার্তিক প্রতিমা বিসর্জন হয়। বিসর্জনের দিন বিশেষ নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বাঁশবেড়িয়ার ২২টি ওয়ার্ড যুক্ত মফস্বল শহরে পিচ ঢেলে তাপ্পি মেরে রাস্তা তৈরি চলছে। সঙ্গে চলছে সাফাই অভিযান। কার্তিক পুজো ঘিরে সাজসাজ রব বাঁশবেড়িয়া জুড়ে। চন্দননগরের আলো দিয়ে সাজছে শহর। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য কার্তিক পুজোর দিন থেকে বিসর্জনের দিন পর্যন্ত শহরে ঢোকার সমস্ত রাস্তায় অটো, টোটো সহ সমস্ত ধরনের যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করবে জেলা পুলিশ। দু'বছরের করোনা পরিস্থিতির দুঃসময় কাটিয়ে ফের মানুষের ঢলের অপেক্ষায় বাঁশবেড়িয়া।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ট্রেজারী বনাম রেজেস্ট্রী

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি ২৪ পরগণা ট্রেজারী থেকে রেজেস্ট্রী দপ্তরের নামে কয়েক হাজার টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে ট্রেজারী এবং রেজেস্ট্রী দপ্তরের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। কিছু দিন হ'ল রেজেস্ট্রি দপ্তরের একখানা ৭৮১০.৭৫ পয়সার পুরানো বিল ১৭৮১০.৭৫ হয়ে ট্রেজারি দপ্তরে এলে পরে বিলটি ধরা পড়ে যায় কিন্তু দুষ্কৃতকারীকে ধরা যায়নি। এই ঘটনার পর ট্রেজারী দপ্তরের কর্মীদের ধারণা, রেজেস্ট্রী দপ্তর হচ্ছে ভূয়া বিল তৈরীর প্রধান ঘাঁটি।

আবার রেজেস্ট্রী দপ্তরের বক্তব্য অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ট্রেজারী দপ্তর রেজেস্ট্রি কর্মীদের বিল নিয়ে অযথা হয়রানি এবং অপদস্ত করার চক্রান্ত করে চলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক কর্মী জানালেন গত ১৫ই সেপ্টেম্বর '৭২ পাশবুকের মাধ্যমে ৭৮১০.৭৫ এবং ১৩৯.৬৭ পয়সার দুখানি বিল পাঠান হ'ল ট্রেজারীতে। ১৬ই সেপ্টেম্বর দেখা গেল পাশবুক সহ বড় অঙ্কের বিলটির কোন হদিশ নেই। ১৮ তারিখে রেজেস্ট্রি দপ্তর থেকে চিঠি লেখার পর 'ডুপ্লিকেট' বিলের মাধ্যমে টাকা তোলা হ'ল। এরপর গত ২৫শে অক্টোবর '৭২ পাঁচখানা বিল যথারীতি পাশবুকের মাধ্যমে পাঠান হ'ল। এবারও দেখা গেল বিল আছে পাশ বই নেই। এর পরই দেখা যাচ্ছে সেই ৭৮১০.৭৫ পঃ পুরানো বিল হারানো পাশবুকের ভেতরে দশ হাজার টাকা বাড়তি হয়ে ট্রেজারিতে উপস্থিত। রেজেস্ট্রি বিভাগের বক্তব্য ট্রেজারী রেজেস্ট্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এই চক্রান্ত করেছে। যদি সত্যিই তাঁদের অপরাধী ধরার ইচ্ছা থাকত তাহলে হৈচৈ না করে এই সুবর্ণ সুযোগকে তাঁরা কাজে লাগাতে পারতেন।

আমাদের মতে দু' দপ্তরের মধ্যে অযথা যে মন কষাকষি শুরু হয়েছে এবং শুধু দু' দপ্তরের মধ্যেই নয় বহু সাধারণ লোকও ভূয়া বিলের নামে হয়রানি ভোগ করছে এটা আদৌ ঠিক নয়। যদিও ট্রেজারীর কর্মীরা মানসিকতায় ভুগছেন তথাপি বলব এটা কোন বিশেষ দপ্তরের কাজ নয়। এক শ্রেণীর অসাধু চক্র সুযোগ বুঝে কোপ মারার চেষ্টা চালাচ্ছে তারজন্য পরস্পর সন্দেহ নয় সজাগ হয়ে কাজ করলেই চক্রটি ধরা পড়বে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭২, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯, শুক্রবার।

যত অপরাধ বীরভূমে

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতবছর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য যার আঁচ এসে পড়ে বীরভূম জেলাতেও। বীরভূম জেলার সদাইপুর থানার সাহাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত যাত্রা গ্রামে বিজেপি সমর্থক জয় বাগদীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে তৃনমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ওই ব্যক্তির স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করারও অভিযোগ উঠে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। তদন্তে নেমে ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় যাত্রা গ্রাম থেকে পাঁচজন তৃনমূলকর্মীকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই আধিকারিকরা। ধৃতরা হলো শেখ জামির, শেখ নুরাই, শেখ কারিবুল, শেখ আসরফ এবং জয়ন্ত ডোম। ৪ নভেম্বর তাদের সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের দুইদিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বিজেপি বীরভূম জেলা প্রাক্তন সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় বলেন, যারা দোষী তারা শাস্তি পাক।

অনুব্রত ঘনিষ্ঠ টুলু মণ্ডল গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলকে ৫ নভেম্বর গ্রেপ্তার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। টুলুর পেট্রল পাম্প, পাথরখাদান রয়েছে। কয়েকমাস আগে সিউড়ী শহরে তার প্রাসাদোপম বাড়িতে তল্লাশি করেছিল সিবিআই আধিকারিকরা। কয়েকমাস আগে চড়িচা গ্রামে অশান্তির ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল টুলু মণ্ডলের। সেই ঘটনায় আহত একজনের মৃত্যু হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রেপ্তারি। ৬ নভেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১২ নভেম্বর– ১৮ নভেম্বর, ২০২২

দেশ হোক 'সংরক্ষণ' মুক্ত

দেশটা কাগজে কলমে 'স্বাধীন' হয়েছে ৭৫ বছর হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় জাতি সত্তার বিবর্তন নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসাবে দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই সমান এবং ন্যায় বিচারের বাণী উচ্চারিত হয়েছে সংবিধানের প্রতিটি ছত্রে।

বাস্তবের চিত্রটা ঠিক এতটা সুখের নয়। সাম্প্রতিক অতীতে সারা ভারতবর্ষ ছলে উঠেছিল কমণ্ডল ও মণ্ডল কমিশনের উত্তাপে। সেদিনের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ইন্দিরা গান্ধি আমলে তৈরি হওয়া মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি ঠান্ডা ঘর থেকে বের করেছিলেন। সেই মণ্ডল কমিশনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ জুড়ে আগুন জ্বলেছিল, পুড়েছিল বহু যুবক-যুবতীদের দেহ-মন-আত্মা। আত্মঘাতী ছাত্ররা পায়নি সুবিচার। পরিণামে প্রতিটি সরকারই ভোট রসায়নের স্বার্থে জাত-পাতের সংরক্ষণে ভারতবর্ষকে টেনে নিয়ে চলেছে। চরম সামাজিক বৈষম্য এবং অসাম্য দেখেও দেশের দক্ষিণপন্থী বামপন্থী এমন কি সাম্যবাদী দলগুলিও মৌন থেকেছে দিনের পর দিন। সংরক্ষণের ধাক্কায় দেশের মেধার যেমন অপচয় ঘটেছে তেমনই দেশের জাগ্রত যৌবন চরম হতাশায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিচারের বাণী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ভাষণ আর প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে দিনের পর দিন। স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতপাতের সংরক্ষণ ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দিয়েছে প্রতিযোগী দেশগুলি থেকে।

পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। জাত-পাতের নামে বঞ্চিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের নাগরিকেরা দেশের মাটিতেই যেন পরবাসী। নানা ক্ষোভ নানা বিক্ষোভ কিছুতেই রাজনীতির ফেরিদারদের কোনও বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে নি। যদিও সেই মণ্ডল কমিশনের সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, সংরক্ষণের একমাত্র ভিত্তি হওয়া উচিত অর্থনৈতিক স্তর। দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা রয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট থেকে শুরু করে চাকরির নানা ক্ষেত্রে কেবল মাত্র জাতপাতাই হয়ে উঠেছে সংরক্ষণের মূললক্ষ্য। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি মামলার জেরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ হবে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল উচ্চবর্ণের জন্য। এক্ষেত্রে পাঁচ বিচারপতির মধ্যে দুজন সহমত পোষণ না করলেও আগামী দিনে এই সংরক্ষণের নির্দেশ দেশের বিপুল সংখ্যক যুব সমাজকে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখাবে। উল্লেখ্য প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ চালু করার কথা ঘোষণা করলেও পরবর্তীকালের প্রতিটি সরকারই সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে চলেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই মেয়াদ বৃদ্ধি চূড়ান্ত সামাজিক অসাম্য ডেকে এনেছে। শুধু তাই নয় সংরক্ষণের জাত-পাত সামাজিক বৈরিতা সৃষ্টি করেছে যা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হৃদয়ে কোন দিনও ঢেউ তুলতে পারে নি। গরিব মানুষের ক্ষুধার সঙ্গে কোনও জাত-পাতের তুলনা হয় না। কোনও ব্যক্তির জন্ম কোন জাতে হবে তা সে ব্যক্তি নির্ধারণ করে না। দেখ গিয়েছে দেশের উচ্চবর্ণের মানুষেরা দিনের পর দিন রাষ্ট্রীয় শোষণের শিকার হয়েছে সর্বত্র। এমন উদাহরণ অজস্র। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভার এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যমতের ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল উচ্চবর্ণের জন্য১০ শতাংশ সংরক্ষণের এই ভাবনা। আশা করা যায় আগামী দিনে ভারতবর্ষের যাবতীয় সংরক্ষণের একমাত্র মাপকাঠি হবে অর্থনীতি ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। সংরক্ষণ কখনোই কোন দেশের স্থায়ী নীতি হতে পারে না। মেধার সঙ্গে সংরক্ষণের আপোষ করলে আগামী দিনে শুধু চিকিৎসক, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ নয় ভাল রাজনীতিক এবং প্রশাসক দেশের কপালে জুটবে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

কম-বেশি সুখ ভোগের বোধ থাকায় স্বর্গবাসী মাত্রেই ঈর্ষা-দ্বেষ পরায়ণ, পরশ্রীকাতর হয়ে থাকেন, এবং অবশেষে সঞ্চিত পুণ্যের ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে মরলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজা অরিষ্টনেমি এই পরিমিত ক্ষণিক সুখ-বিলাসে অনাগ্রহ প্রকাশ ক'রে জানালেন তিনি চিরন্তন মুক্তির জন্য বরং আরও কঠোর তপস্যা করবেন। দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রদেবকে অরিষ্টনেমির সঙ্কল্প বিষয়ে সবিস্তার জানালে ইন্দ্রদেব রাজার বিবেক উদয়ে, তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যবস্থিত করতে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে অরিষ্টনেমিকে নিয়ে যেতে দেবদূতকে আদেশ করলেন, দেবদূত অরিষ্টনেমিকে নিয়ে বাল্মীকি মুনির সকাশে নিয়ে এলেন। অরষ্টনেমি বাল্মীকিমুনির প্রতি প্রণত হয়ে দুঃখময় ভব-সংসার হতে আত্যন্তিক মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলেন।

বাল্মীকি মুনি বৈরাগ্যবান রাজা অরিষ্টনেমির আত্যন্তিক মঙ্গলার্থে পরম মোক্ষের প্রকৃষ্ট উপায়স্বরূপ সম্পূর্ণ রামায়ণ আলোচনা শুরু ক'রে বললেন,– ত্রিলোকপতি বিষ্ণু একদা ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হ'লে সত্যলোকবাসী সকল দেব-মহাত্মাগণ যথাবিহিত প্রণাম-অভ্যর্থনা ক'রলেও ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার নিশ্চেষ্ট রইলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁর এই দুর্বিনীত আচরণের জন্য তাঁকে অভিশম্পাৎ ক'রলেন যে, সনৎকুমার কার্তিকেয় নামে ভাবী জীবনে পরিচিত হবেন এবং কামাসক্তি ও জগৎখ্যাতির বিড়ম্বনা ভোগ ক'রবেন। প্রত্যুত্তরে সনৎকুমারও ভগবান বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন, তিনি কিছুকালের জন্য সর্বজ্ঞতা ও অন্যান্য ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে অজ্ঞানতাপ্রাপ্ত হয়ে দেহধারণ ক'রবেন। ভগবান বিষ্ণু পূর্বকালে মহর্ষি ভৃগু, শঙ্খচূড়-পত্নী বৃন্দা ও দেবদত্তের অভিশম্পাতে পত্নী-বিয়োগ, দুঃখভোগ ইত্যাদির প্রারব্ধ অর্জন ক'রেছিলেন। অতঃপর সনৎকুমারের শাপ-বাক্য সফল ক'রতে বিষ্ণু নশ্বর জগতে রাম রূপে অবতীর্ণ হন। এখন মোক্ষ-কথা বলছি, শোন। যিনি স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষ, সর্বজীবের, সর্বভূতের অন্তরে-বাইরে, বহুরূপে, অরূপে বিরজমান চিদ্‌মাত্র-স্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে প্রণাম করি।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

রাজনীতিতে পরিবারবাদের জনক কমরেড শিবদাস ঘোষ

নির্মল গোস্বামী

বর্তমানে পঙ্কিল রাজনীতির আবর্তে যে বিষয়টা ঘুরপাক খায় তা হল রাজনীতিতে পরিবারবাদ। নরেন্দ্র মোদী গান্ধী পরিবারকে উঠতে বসতে গালি দেন। আবার বিজেপির নেতা মন্ত্রীদের ছেলে মেয়েরা কোথায় কোথায় এমএলএ, এমপি হয়েছে তা নিয়ে পাল্টা চাপ দেয় বিরোধীরা। সমালোচকদের আলোচনায় আঞ্চলিক দলগুলি যে পরিবার ভিত্তিক তা বার বার উঠে এসেছে। মমতা, মায়াবতী, জয়ললিতা, অখিলেশ– এদের দল বলতে পারিবারিক দল বোঝায়। পরিবারের উত্তরাধিকার নিয়ে রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসা গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক সে আলোচনায় আজ যাব না। তবে অন্য আঙ্গিকে রাজনীতিতে পরিবারবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়ার যিনি প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর শতবর্ষ উদযাপন চলছে সীমিত পরিসরে। আপামর জনগণের মধ্যে তাঁর বিস্তার নেই ঠিকই, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁর অসীম গুরুত্ব। ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত মিডিয়া হাউস অবশ্য তাঁর সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং অবজ্ঞাত আছে। তাই তাঁর কথা, দলের কথা, (এসইউসি) সেই দলের আন্দোলনের কথা তেমন ভাবে প্রচারিত হয় না। তাই আমাদের মতো যারা কলমচী, যারা সমাজের আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে ভাল-মন্দ মতামত জানায় জনগণের দরকার, তাদের একটা কর্তব্য থাকে– অন্ধকারের মধ্যে থেকে কোন বিষয়কে আলোকে টেনে আনা যাতে সমাজ স্পষ্ট দেখতে পারে, জানতে পারে। গ্রহণ করবে কিনা তা তাদের বিষয়।

তখন ছাত্র রাজনীতি করি। ১৯৭৪-৭৫ সাল হবে। এক সন্ধ্যায় ৪৮ লেনিন সরণির অফিসে হঠাৎই দেখা হয়েছিল সেই প্রবাদপ্রতীম মার্ক্সবাদী দার্শনিকের সঙ্গে। কথা কিছু হয় নি, তিনি টেবিলে বসে ছোলা ভাজা খাচ্ছিলেন, আমাকে বললেন, খাও। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছি। ঠোঙা থেকে দুটো ছোলা ভাজা নিয়ে মুখে দিয়ে ছিলাম। তার কিছু দিন পরেই ১৯৭৫ সালে ৫ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫৫ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন শিবদাস বাবু।

তিনি জীবনের বহু বিষয়ে আলোকেপাত করে গেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি বলতেন মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি বলতেন মার্ক্সবাদ ইজ নট এ ডগমা, ইট ইজ গাইড টু একশান কভারিং

শতবর্ষের আলোকে পর্ব–১

অল এসপেক্ট অব লাইফ। মার্ক্সবাদ হল একটা অন্য জীবনবোধ। এই জীবনবোধের সন্ধান যদি কেউ পেয়ে থাকে তাহলে সে তো একা একা তা উপভোগ করবে না। পরিবারের অন্য সকলকেও তার সন্ধান দেবে। স্ত্রী, পুত্র পরিবারের সকলকে নিয়ে সেই জীবনবোধে উন্নীত হতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলতেন, ধর তুমি পরিবারের কর্তা, বাজার থেকে একটা ভালো সন্দেশ কিনলে। তুমি কি একা একা খেয়ে নেবে? নাকি ভাববে যে এটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সকলে মিলে খাবে। ঠিক তেমনি, একটা উচ্চ আদর্শের সন্ধান যদি পেয়ে থাকো সেই আদর্শের সন্ধান তোমার স্ত্রী, পুত্র পরিবারের সকলকে দেওয়া উচিত। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের কথা বাদ দিয়ে আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট নামধারী দলের নেতারা এ পথের ধার মাড়ান না। তারা নিজের ছেলেদের বলেন ভালো করে পড়াশোনা করে আগে কেরিয়ার গুছিয়ে নাও। নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র পাত্র খোঁজ। আর দেশের যুবক যুবতীদের বলেন, দেশের জন্য আন্দোলন কর, জেলে যাও। পুলিশের লাঠি খাও, গুলি খাও। কমরেড ঘোষ বলতেন এ হল দ্বিচারিতা দেশের জনগণের সঙ্গে। নিজের বাড়ির ছেলেরা সমস্তরকম রাজনৈতিক তাপ উত্তাপ থেকে দূরে নির্বিঘ্নে নির্ভেজাল বিদ্যার্জন করবে, আর পরের ছেলেরা কেরিয়ার ভুলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা হয় না। এইসব নেতাদের দেশের যুব সম্প্রদায়কে আন্দোলনে ডাক দেওয়ার নৈতিক অধিকারই নেই।

এ শুধু কথার কথা নয়। নিজের চোখে দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতা। এসইউসি পার্টির নেতাকর্মীরা তাদের ছেলেমেয়েদের পার্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এবং পার্টির দৈনন্দিন কাজ কর্মে সামিল করে অতি অল্প বয়স থেকেই। যখন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তখন অনেকেই একটা বাঁকা প্রশ্ন করত। তোদের দলে অতো মেয়ে আসে কোথা থেকে? উত্তরটা হল, আসে পার্টি কর্মীদের পরিবার থেকে। শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে যারা হৃদয়ঙ্গম করেছে তারা শুধু নিজেরাই দলের হয়ে কাজ করে না, ছেলেমেয়ে পরিবাররাও দলের হয়ে কাজ করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর দলের সাধারণ সম্পাদক হন কমরেড নীহার মুখার্জী। নীহার মুখার্জীর চার বোন। প্রতিভা মুখার্জী (৬৭ যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী), মীরা মুখার্জী (সারা ভারত ডিএসও'র সাধারণ সম্পাদিকা), বেবিদি এবং ডলদি। এঁরা প্রত্যেকেই দলের কর্মী থেকে নেতা হয়েছেন। এঁরা সকলেই পার্টির সবক্ষণের কর্মী ছিলেন। কারোই অন্য জীবন ছিল না। আবার নীহার মুখার্জীর স্ত্রী গায়ত্রী মুখার্জীও পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী সদস্যা ছিলেন। শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ পরিবার হল নীহার মুখার্জীর পরিবার। এমন শত শত নেতা কর্মী আছেন যারা পরিবার সহ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করে চলেছেন।

মজার বিষয় হল যে, এই দলের নেতার ছেলেমেয়েরা সাধারণ কর্মী স্তর থেকে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নেতা হিসাবে উঠে আসে। দল সরকারী ক্ষমতায় আছে, তাই ছেলেকে, মেয়েকে বা ভাইপোকে পরবর্তী নেতা হিসাবে দলের উচ্চপদে বসিয়ে দেওয়া বা এমএলএ, এম পি করে নেতামন্ত্রী করে দেওয়া নয়। আর পাঁচটা সাধারণ কর্মীর মতো তহবিল সংগ্রহ, দেওয়াল লেখা, প্রচার পুস্তিকা গণদাবী বিক্রি করা এবং আন্দোলন সংগঠিত করা ইত্যাদি প্রতিদিনের সংগ্রামে যুক্ত থেকে ধীরে ধীরে নেতৃত্বে উঠে আসতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম জননেতা ছিলেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। যিনি দুবার যুক্ত ফ্রন্টের সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রমমন্ত্রী ও পূর্তমন্ত্রী। তাঁর মেয়ে প্রণতিকে দেখেছি আমাদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা তুলতে। আবার আর এক কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ছিলেন শচীন ব্যানার্জী তাঁর ছেলে দীপকদাকে দেখেছি সাধারণ ডিএসও কর্মী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কাজ করতে। রায়পুরে কতবার এসেছেন। মাটির ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটিয়ে গেছেন নিজে হাতে তুলি নিয়ে দেওয়াল লিখেছেন।

ফলে এ এক ব্যতিক্রমী পরিবারবাদ, যা কমরেড ঘোষের আদর্শে আজও পালিত হয়ে চলেছে দলের অভ্যন্তরে। করে খাওয়া রাজনীতিতে যে অর্থে পরিবারবাদ আলোচিত হয় এ সে পরিবারবাদ নয়। ভারতের শাশ্বতবাণী 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও'কে জীবনে মূর্ত করে তুলেছে এই দলের নেতাকর্মীরা। ভাই-ভাতিজা, বা পিসি-ভাইপোর পার্টির মতো নয়। এখানে জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাওবাদকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অসংখ্য নেতাকর্মীরা জীবনপণ করে চলেছেন। তাদের সংগ্রামকে কুর্নিশ জানাই। শতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানাই সশ্রদ্ধ লাল সেলাম।

টাকা বন্ধ হতেই শ্রমের হাহাকার বাংলা জুড়ে

শক্তি ধর

২০০৬ সাল থেকে দেশে চালু হয়েছে ১০০ দিনের কাজ বা মহাত্মা গান্ধী রুরাল 'এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম' যাকে আমরা সংক্ষেপে এনআরইজিএস বলে চিহ্নিত করি। এই প্রকল্পে কাজ না পাওয়া মানুষকে অন্তত ১০০ দিন রোজগারের মধ্য দিয়ে দেশের সম্পদ তৈরি করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পর দেখা গেল এই জনপ্রিয় প্রকল্পটি দেশের গ্রামীণ এলাকার শ্রমের চরিত্রটাই বদল করে দিয়েছে। আগে যেখানে গায়ে গতরে খেটে রোজগারের প্রবণতা ছিল তা সুখী শ্রমে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করে, টিফিন খেয়ে দিনের কাজ শেষ করতে পারলেই মিলবে সরকারি হারে মজুরি। ফলে কেউ আর গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে রোজগারের আশায় পাড়ি দিচ্ছে না শহরে। এই দিকে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন এই বাংলারই এক অর্থনীতিবিদ তিনি অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামে এখন কঠোর শ্রমের লোক কমছে হাতে কিছু টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েই ভোগ বিলাসী হয়ে পড়ছে গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষেরা। তখন এই প্রকল্পের যারা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেই বাম এবং কংগ্রেস রে রে করে উঠেছিল সমীক্ষা রিপোর্ট দেখে। তাদের দাবি ছিল স্বাধীনতার পর মানুষকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার এমন প্রকল্প আর কোনও দিন হয়নি।

একবার এক পটুয়া পাড়ায় প্রতিমা শিল্পী আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন এখন আর কেউ গ্রাম থেকে কাঠামো বাধা, খড় লাগানোর কাজে আসে না। সবাই ব্যস্ত একশো দিনের সস্তা মজুরি কুড়োতে। কলকাতা শহরে সেদিনও দেখা গেছে রাস্তায় লোহার রেলিং মুছে একশ দিনের কাজ চলছে গর্বের সঙ্গে। এ রাজ্যে পরিবর্তনের পর সরকার বুক চিতিয়ে বলতো কিভাবে তারা একশ দিনের কাজে প্রথম হয়েছে। দিনের পর দিন এই প্রকল্পে সেরা হওয়ার মানে যে কর্ম সংস্থানের অভাব তা

বোঝার ক্ষমতাই ছিল না নেতাদের। অন্যদিকে এই সফলতাকে হাতিয়ার করে পঞ্চায়েত ব্লক জুড়ে গড়ে উঠল কাটমানি গ্রুপ। যারা সুপারভাইজার নাম ধরে শ্রমিকদের মজুরিতে ভাগ বসাতে শুরু করে দিল। অভিযোগ এই কাটমানির টাকা রক্ত সঞ্চালনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে পায়ের তলা থেকে মাথা অবধি। অভিযোগ কি সত্যি। সরেজমিনে দেখতে এলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসন্ধান টিমের আধিকারিকরা। তারা রিপোর্ট দিলেন এ রাজ্যে নাকি পুকুর চুরি চলছে একশ দিনের কাজের। সেখানে নাকি কাটমানির পাশাপাশি ভুয়ো নামেও মজুত করা রয়েছে ভুরি ভুরি জব কার্ড। অনুসন্ধানে উঠে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের জনসংখ্যার থেকে জব কার্ডের সংখ্যা বেশি। ব্যাস, আর যায় কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিল ১০০ দিনের মজুরির বরাদ্দ। গত ডিসেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মেলেনি ১০০ দিন প্রকল্পের বরাদ্দ। মুখ্যমন্ত্রী দু-একবার দিল্লিতে গিয়ে দরবার করেও জট ছাড়াতে পারেননি। রাজ্যে এসে বিভিন্ন সভা সমিতিতে তুলোধনা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। কিন্তু কেন্দ্র হিসাব ও অনিয়ম সংশোধনে থেকেছে অনড়। এবার রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার একশ দিনের কাজ সহ গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রকল্পগুলি ক্ষেত্রে সব শর্ত মেনে চলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন দিল্লি গিয়ে। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন একশ দিনের কাজের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে। তবে তাঁর যুক্তি গত অর্থবর্ষে রাজ্যে ৩৬ কোটি কর্ম দিবস তৈরি হয়েছে। এতো বড়ো প্রকল্পে কিছু ভুল হতেই পারে। তবে আমরা তা সংশোধন করবো। পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে আশ্বাস দিতে মুখ্যমন্ত্রীও গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে একশ দিনের কাজ দেখভালের জন্য আর জনপ্রতিনিধিদের উপর ভরসা না করে দায়িত্ব দিতে শুরু করেছেন সরকারী আধিকারিকদের। জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা নজর রাখুন একশ দিনের কাজে। তবে এসব দেখে কেন্দ্র আদৌ বরাদ্দ ছাড়বে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এই অবস্থায় গ্রাম বাংলায় শুরু হয়েছে শ্রমের হাহাকার। বাধ্য হয়ে তারা সুখী শ্রম ছেড়ে ফের নামতে চাইছেন বিভিন্ন কাজে। রাজ্য সরকার একশ দিনের কাজের মজুরদের নানা সরকারি প্রকল্পে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তা আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি গ্রামগুলিতে। তাই এবার ইঁটভাটা গুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন একশ দিনের কাজের জব কার্ড হোল্ডাররা। ইঁটভাটার মালিকরা পড়েছেন মহা সমস্যায়। যেখানে তাদের ২৫-৩০ জন দরকার সেখানে কাজ চাইতে আসছেন ১৫০-২০০ লোক। আবার কাজ না পেলে ভাটা বন্ধের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন তারা। কর্মহীন বাংলায় একদিকে যখন শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা পথে বসে কাঁদছেন তখন গ্রামগঞ্জে শুরু হয়েছে অশিক্ষিত অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের নতুন হাহাকার। এ কোন বাংলা? যেখানে আগে ভিন রাজ্য থেকে কাজের খোঁজে আসতেন ভারতবাসী তারা আজ নিঃস্ব।

দেশ দেশান্তরে

বৈরিতার বিষফল

প্রণব গুহ

অর্থনীতির বিশ্বায়ন নিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কম জল ঘোলা হয়নি। তৎকালীন নরসিমহা রাওয়ের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী মনোমোহন সিং যখন বিশ্বায়নের কথা বলেছিলেন তখন দেশ জুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। বামেদের রাজ্যভিত্তিক প্রতিবাদ আটকাতে পারেনি বিশ্বায়নের অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া। এখন ভারতের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সমস্ত ছোট-বড়ো ঘটনার ওপর নির্ভরশীল। সেভাবেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের নানা দেশের মতো ভারতবর্ষেও দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে বিশেষ করে জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই জ্বালানি যোগানে খাবি খাচ্ছে। একমাত্র ভারত নিজেদের কূটনৈতিক স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে জ্বালানি আমদানিতে সফল। তার জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির উল্টো দিকে হেঁটে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেতে পারছে না ভারতের কূটনীতি। কিন্তু রাশিয়া আট মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়েও ইউক্রেনকে বাগে আনতে না পেরে যখন পরমাণু অস্ত্রের হুমকি দিচ্ছে তখন এ যুদ্ধ থামানো ছাড়া বিশ্বের বাঁচবার পথ নেই।

পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যুদ্ধ থামানোর মধ্যস্থতা করতে বার বার বললেও আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের দেশগুলো এমন রাশিয়া বিরোধী অবস্থান নিয়েছে যে তাতে ভারতের পক্ষে এ কাজ করা প্রায় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে পুতিন এবং জেলেনেস্কির সঙ্গে কথা বললেও ফল মেলেনি। দুজনেই তাদের অবস্থানে অনড়। প্রায় ব্যক্তিগত আক্রোশ তৈরি হয়েছে দুই নেতার মধ্যে। রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের জেরে ভারতের কিছুটা প্রভাব রাশিয়ার ওপর থাকলেও ইউক্রেনের ওপর দু চারটি বিষয় ছাড়া ভারতের তেমন প্রভাব নেই। ফলে, মোদীর মধ্যস্থতায় যুদ্ধ থামবে এমন আশা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। চলতি সপ্তাহে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের রাশিয়া সফরে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। জয়শঙ্করের কথায় স্পষ্ট কোনও রাষ্ট্রের পরামর্শে বিদেশ নীতি বদলাবে না ভারত। দেশের জ্বালানি চাহিদা বিসর্জন দিয়ে কূটনীতির কাছে আত্মসমর্পন করতে চায় না ভারত। আমেরিকা ইংল্যান্ড ভারতের সঙ্গে বাজার সম্পর্কে জড়িত হলেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেক বেশি দৃঢ়। ফলে পুতিন এবং জেলেনেস্কি বৈরিতার মানসিকভাবে না কমলে তেমন কোনও আশা করা মুশকিল।

আগামী সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বসছে জি-২০ সম্মেলন। সেখানে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি দেশগুলির কর্ণধাররা আসবার কথা। এমনকি সেখানে পুতিন এবং জেলেনেস্কিকে মুখোমুখি বসানোর একটা প্রচেষ্টাও চলছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ পুতিন ইউক্রেনকে এড়িয়ে চলার জন্য সম্ভবত এই সম্মেলনে আসছেন না, প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। আবার জেলেনেস্কি জানিয়েছেন পুতিন আসলে তিনি আসবেন না। এমন একটা বৈরিতার আবহে হতে চলেছে জি-২০ সম্মেলন। আমেরিকা সহ ইউরোপের দেশগুলো চেয়েছিল এই সম্মেলনে পুতিনকে বয়কট করতে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সে প্রস্তাবকে সায় দেননি। আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেনও হয়তো এই সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকতে পারেন। বাইডেনের আশঙ্কা এরপর আমেরিকার সেনেটে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে ইউক্রেনকে আমেরিকার সাহায্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাইডেনও এরকম একটা জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা এড়িয়ে চলতে পারেন।

মোদ্দা কথা বৃহৎ শক্তির দেশগুলো রাশিয়াকে একঘরে করতে চাইলেও তা সম্ভব হচ্ছেনা উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কে। এরমধ্যে প্রধান শক্তি ভারত রাশিয়ার সঙ্গ ছাড়তে রাজি হলে বাইডেনদের অনেকটা সুবিধা হয়ে যেত কিন্তু ভারত সে পথে হাঁটতে নারাজ। অতীতের বিভিন্ন সংকটে রাশিয়া যে ভাবে ভারতের পাশে থেকেছে বা থাকতে চায় তাতে ভারতের রাশিয়া বিরোধিতা অসম্ভব। পুতিনও যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী তা প্রমাণ হয়েছে সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি বক্তব্যে। ভারতের আভ্যন্তরিণ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক দৃঢ়তা এবং নরেন্দ্র মাদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পুতিন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতকে নিজের সঙ্গে রাখতে পারলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখা সহজ হবে। তাই যুদ্ধ বন্ধ করতে একযোগে সমস্ত দেশের আলোচনায় বসা জরুরি না হলে আরও একটা বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা করছে পৃথিবীর জন্য।

পাঠকের কলমে

পুকুর দূষণ বন্ধ হোক

বেশ কিছুকাল যাবৎ উত্তর হীরাপুর গ্রামে পুকুর দূষণের কবলে। প্রশাসন সবকিছু জানা সত্ত্বেও চুপ করে বসে আছে। প্রশ্ন ওঠে এখানেও কি সেই ভোটের বাক্সকে লক্ষ্য করে চলার নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। তা না হলে এমন অব্যবস্থায় সকলের মুখে কুলুপ কেন। হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উক্ত গ্রাম উলুবেড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত। সেখানকার অধিকারি পাড়ার পুকুরটি ছোট ছোট কচুরিপানায় ঢেকে আছে। আবর্জনার কুণ্ড হলেও পুকুরের মালিকেরা নির্বিকার। তাদের পরিস্কার করতে বললেই হুমকি দিয়ে বলে পঞ্চায়েতকে জানাতে। পঞ্চায়েত সদস্যাকে এবিষয়ে জানালে কোনও কাজ হয়নি। তারা জানিয়ে দিয়েছে এমন ব্যক্তিগত ব্যাপারে তারা ব্যবস্থা নিতে অপারগ। এমতাবস্থায়, পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারি প্রচেষ্টায় যাতে নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

দীপক কুমার অধিকারী
উত্তর হীরাপুর, উলুবেড়িয়া

রেশনে প্যাকেট চালু হোক

সরকারি রেশন ব্যবস্থায় নানা বেনিয়ম নিয়ে জনসাধারণের অভিযোগের শেষ নেই। যার মধ্যে প্রধান হলো ওজনের কারচুপি। এমনিতেই এখন রেশন কার্ডে নানা ধরনের বিভাগ এসেছে। কে কবে কতটা খাদ্যশস্য পাবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই যায়। কোভিডের পরে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। স্বল্প মূল্যে কিছু খাদ্যশস্য এখনও দেওয়া চলছে। ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার হোম ডেলিভারির মাধ্যমে রেশন পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু দোকানে মেপে খাদ্যশষ্য দেওয়ার কারচুপি বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো মুখবন্ধ করা প্যাকেটে খাদ্যশষ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা। তাহলে কম পাওয়ার অভিযোগ অনেকটাই মিটবে।

তমালিকা ধর
বেহালা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

চাকরি দেবার নামে প্রতারণা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়েন্ট বিডিওর নাম করে পঞ্চায়েতে কর্মী নিয়োগের টোপ দিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধির কাছ থেকে ৬৮ হাজার টাকা প্রতারনা করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে নিউটাউন থেকে বকুলতলা থানার পুলিশ গ্রেফতার করে এক যুবককে। ধৃতের নাম আব্দুল আজিম মন্ডল (৩০),বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানার ট্যাংরা এলাকায়। শুক্রবার নিমপীঠে প্রতারিত হওয়া ফুটিগোদা পঞ্চায়েতের প্রধান কায়েম মোল্লা বলেন, গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ফোন করে জয়নগর ২ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও বলছি বলে এক যুবক বলে আজ শেষ দিন ২জন কর্মী নিয়োগের জন্য এক্ষুনি ৬৮ হাজার টাকা এই ফোন পে নম্বরে পাঠিয়ে দিন। আমি অতকিছু না ভেবে নতুন জয়েন্ট বিডিও ভেবে টাকাটা পাঠিয়ে দিই। আর তার পরে জানতে পারি আমি প্রতারিত হয়েছি। পরে সমস্ত ঘটনা বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলকে জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করি। বকুলতলা পুলিশ ও বারুইপুর পুলিশ জেলার এসওজি গ্রুপের ওসি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস মোবাইলের সূত্র ধরে শুক্রবার রাতে কলকাতার নিউটাউন এলাকা থেকে প্রতারককে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বকুলতলা থানার পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পরে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

পথ দুর্ঘটনায় জখম ৩

শ্যামল মন্ডল : গত সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো উল্টে গেলে জখম হয় বাসন্তী ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার মনোজ ব্যানার্জী, রমেশ পাল ও নীলাদ্রি দাস। এদিন ঢুড়ি তিত কুমার এফ পি স্কুলের এসিআর বিল্ডিংয়ের কাজ পরিদর্শন করে ফেরার পথে হঠাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো উল্টে গেলে জখম হন ৩ জন। স্থানীয় মানুষজন দেখতে পেয়ে জখমদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই তাদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা কলকাতা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে কিভাবে এমন ধরনের ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা।

মধ্য হাওড়ায় তৃণমূলের অন্তর্কলহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য হাওড়ার ৩-৪টি ওয়ার্ডে তৃণমূলের অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার প্রেসিডেন্ট বিবাদ চরমে উঠেছে। এই ওয়ার্ডে সীমা নস্করের স্বামী শম্ভু নস্কর কাউন্সিলার ছিলেন। তিনি একজন সৎ এবং কজের লোক হিসাবে অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন।

শম্ভু বাবুর মৃত্যুর পর ওনার স্ত্রী এই সীমা নস্কর এই ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হিসাবে ২৫ বছর যাবৎ মনোনীত হয়ে আসছেন। ২০২১ এর বিধান সভা নির্বাচন পর্যন্ত বিশেষ করে অশোক দাস যতদিন ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ওনার ওয়ার্ডে ভাবমূর্তি প্রাধান্য ঠিকই ছিল। অশোক দাস বিদায় নেওয়ার পর নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় দুই বছর আগে। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সীমা নস্করের পূর্ণ মদত এবং সহযোগিতা ছিল। বর্তমানে এই নতুন প্রেসিডেন্ট সীমা নস্করকে এড়িয়ে চলছে যার জন্য পুরাতন পার্টি কর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে। পুরানদের বক্তব্য আমাদের না জানিয়ে প্রেসিডেন্ট নতুনদের অগ্রাধিকার দিয়ে এমনকি সীমা নস্করের মতো একজন জনপ্রিয় প্রতিনিধিকে না জানিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। এই কারণে পুরাতন কর্মীরা প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন। অথচ মধ্য হাওড়া বরাবরই একটা কংগ্রেস প্রভাবিত অঞ্চল। বর্তমানে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকার মানুষের চাহিদা মেনে ও আরও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে শনিবার বেলায় মথুরাপুর ২

নং ব্লকের রায়দীঘির গিলারছাট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ১০ সজ্জা, ইনডোর বিভাগ সহ আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি শামীমা শেখ,রায়দিঘী বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা,রায়দীঘির বিএমওএইচ ডাঃ তাপস দাস, বিডিও অমিয় দাস সহ সরকারি আধিকারিকগণ। এদিন সভাধিপতি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কিভাবে হচ্ছে তার বিবরণ তুলে ধরেন। বিধায়ক বলেন, রায়দীঘির গিলারছাট গ্রামের মানুষ চাইছিল তাদের এখানে একটা ভালো স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হোক। তাই তাদের কথা মেনে এবার থেকে এখানে ১০ শয্যার ইনডোর বিভাগ চালু করা হলো। আশাকরি এলাকার মানুষ এর সুফল পাবেন।

ল কলেজ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা উস্তি থানার শিরাকোল কলেজ সিটিতে একটি ল কলেজ উদ্বোধন করেন রাজ্য পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ল কলেজে প্রিন্সিপাল ডক্টর জে কে দাস, বজ বজ বিধায়ক অশোক দেব। সাংসদ তথা বার কাউন্সিলারের সদস্য শুভাশিস চক্রবর্তী সহ গুণীজন। মন্ত্রী বলেন, সরকারি ল কলেজের পাশাপাশি বেসরকারি ল কলেজকে আরো উদ্যোগ হতে হবে। সুন্দরবন সহ গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের কলেজ গড়ে উঠলে আইনি শিক্ষার সুযোগ বাড়বে।

অটো বন্ধ, দুর্ভোগ যাত্রীদের

বাখরাহাট–ঠাকুরপুকুর রোড

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বাখরাহাট-ঠাকুরপুকুর বাজার অটো রুটের সমস্ত অটো চলাচল গত বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে নিত্যযাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন। শুক্রবার দুপুরে সামালি মনসাতলায় সমস্ত আটোক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন ছিল। তৃণমূল পন্থী ইউনিয়নের বাখরাহাট-ঠাকুরপুকুর বাজার অটো রুটের সম্পাদক সুজিত মান্না বলেন, আমাদের রুটে ২৬৫টি অটো চলে। বছর তিনেক আগে জোকা থেকে মুচিশা পর্যন্ত একটি

নতুন অটো রুটের পারমিট হয়। ঐ রুটটি হল জোকা থেকে রসপুঞ্জ-ন হাজারি হয়ে মহিষগোটের রাস্তা দিয়ে রায়পুর মোড় হয়ে মুচিশা যাওয়ার কথা। কিন্তু ওই রুটের ৩০০ অটো গত তিন বছর ধরে মুচিশা থেকে সোজা ঠাকুরপুকুর আসছে। এর ফলে আমাদের যাত্রী হচ্ছে না। মাঝে মধ্যেই দুই অটো ইউনিয়ন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছিল। উর্ধ্বতন প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই আমরা অটো বন্ধ করে দিয়েছি। পুলিশ সূত্রের খবর সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে, আশা করি খুব শীঘ্রই অটো চলবে।

জল পরিবহন উন্নয়নে নতুন পথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারও জল পরিবহনের বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ শুরু করেছে। ২০১৬ সালে ২৭টি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা ১১১টি জলপথকে জাতীয় জলপথ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২৬টি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য উপযুক্ত, আরও ১৩টি পথের উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নৌপথ পুনরুজ্জীবিত করতে 'মেজর পোর্ট ট্রাস্ট ১৯৬৩-

কে 'মেজর পোর্ট অথরিটিস বিল ২০২০-তে রূপান্তর করে সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। জাহাজ বাণিজ্যিকভাবে চলাচলের জন্য জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পের প্রস্তাব করে সরকার সাগরমালার মাধ্যমে উন্নয়ন ও সংযোগ প্রচার করছে। ২০২০ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হওয়ার পর ধুবরি এবং হাতসিঙ্গিমারি, নেমাটিয়া এবং কমলাবাড়ি এবং গুয়াহাটি এবং উত্তর আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর রো-রো পরিষেবা চালু করা হয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩টি জলপথ চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ভারতের সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটারের বেশি উপকূলরেখা রয়েছে। এখানকার কারাভালি উপকূল এবং পশ্চিমঘাট পর্বতও পর্যটনের জন্য বিখ্যাত। যখন পর্যটন বৃদ্ধি পায়, তখন এটি আমাদের কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প, ফেরিওয়ালা, অটোরিকশা চালক এবং ট্যাক্সি চালকদেরও অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে। গত আট বছরে, ভারত রেল যোগাযোগের সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য কাজ করেছে। আজকের রেলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আট বছর আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় রেলওয়ে এখন দ্রুততর, পরিচ্ছন্ন, আরও আধুনিক, নিরাপদ এবং নাগরিক-বান্ধব হয়ে উঠছে। রেল নেটওয়ার্ক দেশের সেই সব জায়গায় পৌঁছেছে যা একসময় নাগরিকদের কাছে কল্পনাতীত ছিল।

দেশের পরিবহন ব্যবস্থা দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি একবার বলেছিলেন, "আমেরিকার রাস্তাগুলি খুব ভাল, তার কারণ এটা নয় যে আমেরিকা সমৃদ্ধশালী দেশ নয়; আমেরিকা সমৃদ্ধশালী হয়েছে কারণ এর পরিবহন ব্যবস্থা খুব ভাল।'' ভারতকে স্বনির্ভর, সুখী, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই ধরনের পথ অবলম্বন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে যে ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ভারতের রাস্তার পরিকাঠামো আমেরিকার সমান হবে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি উন্নয়নও হবে। পাশাপাশি কৃষি পর্যটনও বৃদ্ধি পাবে। লালকেল্লার প্রাচীর থেকে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, "এখন দেশ সংকল্প পূরণে কাজ করবে। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চলতে হবে। আর উন্নত ভারতের সেটাই সংকল্প। এখন এর চেয়ে কম কিছু করা উচিৎ নয়। পঞ্চ প্রাণ বা সংকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সংযোগ।'' যে কোনো দেশের উন্নতির সঙ্গে গতি জড়িত। নভেম্বর মাসটি পরিবহন এবং সংযোগের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ১০ নভেম্বর আমাদের দেশে জাতীয় পরিবহন দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি আগে নিরাপদ পরিবহন সচেতনতা কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যাইহোক, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, এবং এখন পরিবেশবান্ধব পরিবহনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই দিনে, বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসও পালন করা হয়, এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির কাহিনি শুরু হয়েছিল বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ট্রেন থেকে, এখন তা বুলেট ট্রেন, বন্দে ভারত ট্রেন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, সাধারণ রাস্তার যানবাহন থেকে বৈদ্যুতিক গাড়ি হয়েছে, সাধারণ মানুষ কম খরচে বিমান ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন, এবং জলপথে জাতীয় রুট গড়ে তোলা হয়েছে।

সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এবং দ্রুততম মেট্রো ট্রেনের ১২০০ কিমি নেটওয়ার্কের কাজ শুরু হয়েছে, এটি নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত চলাচলের জন্য দেশের প্রথম রেল করিডর নির্মাণের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সরকার পরিবেশবান্ধব যানবাহন স্ক্র্যাপিং নীতির পাশাপাশি স্বচ্ছ জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করছে।

ভারতের সড়ক নেটওয়ার্ক আনুমানিক ৬২.১৮ লক্ষ কিলোমিটার দীর্ঘ, এটি দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। ভারতে এই সড়ক নেটওয়ার্কের মাত্র ২.২% জাতীয় মহাসড়ক, এই মহাসড়কে প্রায় ৪০% যান চলাচল করে। সেক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীতে রেল, সড়ক, বন্দর বা বিমানবন্দরের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। বরং, পরিবহনের এই পদ্ধতিগুলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সহযোগিতা করা উচিত। নতুন ভারত এই ধরনের মাল্টি-মোডাল সংযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর ফলে একদিকে নাগরিকদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা যাবে, আমরা একটি নতুন ভারতের দিকে অগ্রসর হতে পারব এবং এক উন্নত ভারত গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারব। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তির জাতীয় মহাপরিকল্পনা মাল্টি-মোডাল সংযোগকে উৎসাহিত করে। দেশ এই ধরনের প্রকল্পগুলিতে দ্রুত কাজ করছে, এবং এই প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র হাজার হাজার তরুণতরুণীর কর্মসংস্থান করবে তাই নয়, বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ভারতের সংকল্পকেও বাস্তবায়িত করবে।

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবকাঠামো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অবকাঠামো নির্মাণ করছে না, এটির পিছনে রয়েছে এক সুচিন্তিত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও। দেশে, ২৮টি জাতীয় মহাসড়ককে জরুরি অবতরণ সড়ক-রানওয়েতে পরিণত করা হচ্ছে। অর্থাৎ জরুরি পরিস্থিতিতে বিমান এসব মহাসড়কে অনায়াসে অবতরণ করতে পারবে। বিমান অবতরণ করলে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বিমান অবতরণের পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। রাজস্থানের ঘাগারিয়া বখসার, অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর-ওঙ্গুল, ওঙ্গুল চিলাকালুরিপেট; জম্মু ও কাশ্মীরের বানিহাল শ্রীনগর; এবং পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর-বালাসোর- এই পাঁচটি মহাসড়কের জন্য ভারতীয় বায়ুসেনার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে, আরও ২৩টি মহাসড়ক ভারতীয় বায়ুসেনার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এই প্রস্তাবটি এমন মহাসড়কগুলির জন্য যেখানে কাছাকাছি কোনও বিমানবন্দর নেই। অর্থাৎ কৌশলগতভাবে অবকাঠামোর প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে, জোজিলা টানেলটি সম্পূর্ণ করতে এক হাজার মানুষ বর্তমানে মাইনাস ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কাজ করছেন। এই কাজের সময়সীমা ছিল ২০২৬, যা কমিয়ে ২০২৪ করা হয়েছে।

অবকাঠামোর উন্নতিতে গতিশক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ সারা দেশ প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনার অধীনে কাজ করছে, যা আধুনিক মাল্টি মোডাল সংযোগ তৈরির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। একুশ শতকের ভারতে অগ্রগতির গতি নির্ধারণ করবে সংযোগ। ফলস্বরূপ, সংযোগগুলি প্রতিটি স্তরে আধুনিকীকরণ করা আবশ্যক, কারণ এটি দেশের ভিত হিসাবে কাজ করবে। আধুনিক অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, নাগরিকদের জীবনযাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় এবং ব্যবসা করার সহজতা বৃদ্ধি করে। এই বছরের বাজেট একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের উন্নয়নের গতিও নির্ধারণ করছে। অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল অর্থনীতির সম্ভাবনার একটি অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে এবং অনেক নতুন কাজের সুযোগও তৈরি করেছে।

পরিবেশ বান্ধব সংযোগ প্রচেষ্টা

সম্প্রতি জাতীয় লজিস্টিক পলিসি চালু হয়েছে। এই নীতি পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে আট বছরের কঠোর পরিশ্রম। এর পাশাপাশি সাগররমালা, এবং ভারতমালার মতো পর্যায়ক্রমে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজ চলছে। পণ্য পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট মালবাহী করিডোর তৈরি করা হয়েছে। নৌপথের মাধ্যমে আমরা পরিবেশবান্ধব ও কম খরচে পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। করোনা মহামারির সময় দেশ কিষাণ রেল ও কৃষি উদ্যান ব্যবহার শুরু করেছে। এটি দেশের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রধান বাজারে কৃষি পণ্য পরিবহনে সাহায্য করেছে। একই সময়ে, ফেম ইন্ডিয়া স্কিমের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রচার করে, সরকার পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অধীনে, গণ পরিবহনের জন্য ই-যানবাহন প্রচার করা হচ্ছে, একই সময়ে, এর সাথে যুক্ত অবকাঠামো যেমন চার্জিং স্টেশনের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

আট বছরে মেট্রো সিটির সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় গত আট বছরে মেট্রো-সংযুক্ত শহরের সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, নাগরিকদের আশা ছিল যে বিমানভাড়া তাঁদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে উড়ান প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। উড়ান প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত এক কোটিরও বেশি যাত্রী বিমানে ভ্রমণ করেছেন। সাশ্রয়ী মূল্যে সাধারণ মানুষ যাতে বিমানে ভ্রমণ করতে পারেন, তার জন্য সরকারের উদ্যোগের ফলে যাত্রী সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার যে গতিতে বিমান সংযোগ এবং সাশ্রয়ী ভ্রমণের জন্য কাজ করছে, তাতে যাত্রীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ বছরে বিমান যাত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করেছে, যাতে দেখা গিয়েছে যে ২০১৯-২০২০ সালের মধ্যে দেশে যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৪.১ কোটি, ২০৩২-৩৩ সালে তা বেড়ে হবে ৪২.৭ কোটি।

বেঙ্গল ঐক্য সমন্বয় মঞ্চ বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

ফারুক মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর তিলপি মুক্তধারা কেজি স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের। স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে পরিষেবা পাওয়া গেছে হেমোগ্লোবিন, রক্তের গ্রুপিং, সুগার, ই সি জি, ইকো, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পিজি, চিত্তরঞ্জন, রুবি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ১৫০০ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে হাজির হন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চক্ষু ডাক্তার অনিন্দ্য রায়। বিনামূল্যে চশমা বিতরণ ও বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য রাহুল সেবা সোসাইটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে ছিল ভি আর এক্স ভিশান আরএক্স ল্যাব। বেঙ্গল ঐক্যে মঞ্চের কর্ণধর শামসুল আলম কয়াল বলেন বিনামূল্যে মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পেরে আমরা সকলে খুব খুশি।

কৃষকদের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাষিদের উন্নত মানের চাষের কাজে আরো বেশি করে আগ্রহ বাড়াতে ও স্বনির্ভর করতে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে সুন্দরবনের ১৩ টি ব্লকের চাষিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হয়ে গেল বৃহস্পতিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। এদিন এই শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা,জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অরূপ হালদার, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোনাজাত আলি খান সহ আরো অনেকে।

এদিন মন্ত্রী বলেন, সুন্দরবনের চাষিদের প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে সুন্দরবনের ১৩ টি ব্লকের ৪০ জন চাষিকে নিয়ে এই শিবিরের কাজ শুরু হলো। পর্যায়ক্রমে ১২ টি শিবিরের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আর এই শিবিরে যোগ দিয়ে খুশি সুন্দরবনের চাষিরা।

শান্তির দাবি জনতার

প্রথম পাতার পর

যদিও অশ্লীল মোবাইল চ্যাটিং কাণ্ড সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসার পরপরই শিশির মণ্ডল সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে এবং বিষয়টির যথাযথ তদন্ত চেয়ে পুলিশের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারস্থ হয়েছেন। এপ্রসঙ্গে, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবু টুডু বলেন, যে ধরনের অভিযোগ উঠেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দল গোটা বিষয়টির ওপর গুরুত্ব সহকারেই নজর রেখেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যাবতীয় রিপোর্ট দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছেন বলে তিনি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন। অন্যদিকে, এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার দাঁইহাট পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের পদে শপথ নিয়েছেন প্রদীপকুমার রায়। তিনি বলেন, সকলের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী লক্ষ্যগুলি ঠিক করব এবং শহরের উন্নয়নের পাশাপাশি নাগরিকদের ন্যূনতম পরিষেবাগুলির দিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এরই পাশাপাশি পুরসভায় কর্মী নিয়োগের নামে স্বজনপোষণকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। প্রদীপবাবু অনেক আগের কথা শোনালেও তার মনোভাব নিয়ে সন্দেহ রয়েই যায়। কারণ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যেভাবে শিশিরবাবুকে সৌজন্য দেখালেন তাতে শিশিরবাবুর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে আসে। এমন একটি অপরাধে অভিযুক্ত হলেও শিশির বাবু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন এবং খোশমেজাজে কাটিয়েছেন সবার সামনে। প্রশ্ন জাগে এমন একটি অপরাধ সাধারণ মানুষ করলে পুলিশ কি চুপ করে বসে থাকত?

বালিঘাটের দখল নিয়ে খুন, গ্রেপ্তার পনেরো

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বীরভূম জেলায় থাকাকালীন ৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় বালিঘাটের দখল নিয়ে তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বাঁশজোড় গ্রামে কুপিয়ে খুন হল এক যুবক। সদর শহর সিউড়ি থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাঁশজোড় গ্রাম। রাত্রে ব্যাপক বোমাবাজি হয়। তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। এইঘটনায় তৃণমূল নেতা কাজল শাহ সহ পনেরোজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৬ নভেম্বর সিউড়ি সার্কিট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে সিউড়ির ঘটনায় প্রশাসনের গাফিলতির কথা স্বীকার করে নেন ফিরহাদ হাকিম। রং না দেখে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন তিনি। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন ফিরহাদ। ফিরহাদ বলেন, জাভেদ শামিমের সঙ্গে কথা বললাম । আমি পুলিশকে বলেছি এ ঘটনায় কাউকে ছাড় দেওয়া যাবে না। যাঁরা সমাজবিরোধী তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কে আমার কে তোমার সরকার এটা দেখবে না। আইনত যাতে বালি তোলা যায় তার ব্যবস্থা করবে। আমি সকালে বোমার আওয়াজ পেয়েছিলাম । আমি বলেছি দ্রুত আরও পুলিশ মোতায়েন করুন । যাঁরা অন্যায় করেছে তাঁদের গ্রেপ্তার করুন । কে কার লোক আমরা দেখব না । অপরাধী অপরাধীই । আদালতে সাংবাদিকদের তৃণমূল নেতা কাজল শাহ বলে, সিপিএম কংগ্রেস মিলে আমাকে ফাঁসাচ্ছে। পুলিশ কুকুর এনে তদন্ত করুক। ৬ নভেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের পাঁচদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। উল্লেখ্য ২০১৯ সালে জেলাশাসক বাংলোয় বোমা মারার ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল কাজল শাহ। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তখন অনুব্রত মণ্ডল বলেছিল, কাজল খুব ভালো ছেলে। তারপর ছাড়া পায় কাজল ।

মহানগরে

আঁতুড়ঘর : কলকাতা পৌরসংস্থার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সরসুনা আবাসনে পরিত্যক্ত বাড়িতে ডেঙ্গি–চিকুনগুনিয়ার এমন আঁতুড়ঘর খান ২৫ টি। যা কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে আজও অজানা তো বটেই সঙ্গে স্থানীয় নতুন পুরপ্রতিনিধির পক্ষেও ওয়ার্ডে একাধিক আশুসমস্যার মধ্যে ডেঙ্গির এরকম আঁতুড়ঘরের খোঁজ নেওয়া হয়ে ওঠেনি। – বরুণ মণ্ডল, তথ্য সংগ্রাহক

আলিপুর কোর্টে বিজয়া সম্মিলনী

আইনজীবীদের স্বচ্ছতার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর কোর্টে ১০ নম্বর বার লাইব্রেরীতে আলিপুরের আইনজীবীদের বিজয়া সম্মিলনী হয়ে গেল ১১ নভেম্বর ২০২২। সারা বাংলা আইনজীবী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে হাওড়া আদালত থেকে। হাওড়ায় আইনজীবী নিগ্রহের পরে এই সংগঠন তৈরি হয় এবং আইনজীবীদের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে এই সংগঠনের শাখা সবকটি আদালতে ছড়িয়ে পড়েছে। আইনজীবীরা বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় তাদের এই পেশার বদনাম হচ্ছে। তাই অরাজনৈতিক এই সংগঠন আইনজীবীদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

এদিনের অনুষ্ঠানে আলিপুর কোর্টের প্রবীণ আইনজীবীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মিহির দত্ত, নুরুদ্দিন সাপুই, সত্য সুন্দর সারেঙ্গী, শিব রতন সিনহা, আল্লাহ বক্স সাহেব এবং কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবীণ আইনজীবীরা সকলেই তাদের এত বছরের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন নতুন প্রজন্মের আইনজীবীদের কাছে। তারা সকলেই বলেন আইনজীবীরা হলেন ফার্স্ট ক্লাস নাগরিক। তাদের সম্মান সর্বত্র। তাই সেই সম্মান যাতে ধুলোয় মিশে না যায় তার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এই সংগঠনকে ধন্যবাদ জানানোর সাথে সাথে সকল আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে সঠিকভাবে চলা উচিত। তাদের কাছে কালো কোট হলো সম্মানের, অন্য কোন রং নয়। তাই রাজনৈতিক মতবাদ নিজেদের মধ্যে থাকতেই পারে কিন্তু তা যেন প্রভাব না পড়ে কোর্টরুমে। আইনজীবীদের মাথায় রাখতে হবে তারা সমাজসেবায় নিযুক্ত। আইনজীবীরাই সমাজকে সঠিক পথ দেখায় বলে নিজেদের শিরদাঁড়া শক্ত রাখতে হবে বলে জানান সকল প্রবীণ আইনজীবীগণ।

ফুটপাথ হকারের দখলে, অভিযান পুরসভার

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুর এলাকায় প্রেভার ব্লকে ঢাকা যে কোনও ফুটপাথের তিন ভাগের এক ভাগে হকাররা বসবে। আর বাকি দু'ভাগ পথচারীদের চলাচলের জন্য থাকবে। কিন্তু কলকাতার গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার, বেহালা এমন বেশ কয়েকটি ফুটপাথে এসব নিয়মনীতি মান্যতা পায় না। সেখানকার ফুটপাথে এইসব নিয়মনীতির ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। ফলে বেশ কিছু পথচারী কলকাতার প্রেভার ব্লকে ঢাকা ফুটপাথ ছেড়ে যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত ব্ল্যাকটপে নেমে আসে। ফলে আখেরে যে হকারদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে সে বিষয়ে হকারদের ভ্রূক্ষেপ নেই। হকারদের বোঝা উচিত পসরা দিয়ে নতুন নতুন পথচারীদের আকৃষ্ট করতে হবে, তাদের দূরে ঠেলে দিয়ে নয়।

গড়িয়াহাটের অধিকাংশ হকার ফুটপাথের তিন ভাগের এক ভাগের বেশি জায়গা দখল করে বসে রয়েছেন। অনেক হকার আবার বাস চলাচলের ব্ল্যাকটপের ওপর মালসাজিয়ে রেখেছেন। ৯ নভেম্বর থেকে কলকাতা পুর এলাকায় 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি'

কলকাতার হকার সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। এদিন গড়িয়াহাটে সমীক্ষার কাজ চলে। কলকাতা পুরসংস্থা ও পুলিশ ফুটপাথে ফিতে ফেলে প্রতি হকারের দোকান মাপার কাজ শুরু করে। পথচারীদের জন্য ফুটপাথের তিন ভাগের দু'ভাগ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। টাউন ভেন্ডিং কমিটির কো–চেয়ারম্যান ও মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, হকার আইন কলকাতা পুর এলাকায় বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ফুটপাথের তিন ভাগের এক ভাগের বেশি জায়গায় হকাররা বসতে পারবে না। কোনও প্লাস্টিক বা অন্য কাঠামো লাগানো যাবে না। বড়ো ছাতা ব্যবহার করা যাবে। গাড়ি চলাচল করে এমন 'ব্ল্যাক টপে' হকারি করা যাবে না। এই নিয়মনীতি গুলি কোন হকার গুরুত্ব দিচ্ছেন আর কোন হকার মানছেন না এসব কিছু আজ ৯ নভেম্বর থেকে আগামী ২২ নভেম্বর পর্যন্ত ১৪ দিনব্যাপী সমীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যেসব হকারের নাম নথিভুক্ত নেই, তাঁরা নতুন করে আবেদন করবে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কলকাতার পর মধ্য কলকাতার নিউমার্কেট ও উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে হকার সমীক্ষা করা হবে।

গাছের গায়ে এল ই ডি খোলার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসবের সময়ে মণ্ডপ চত্বরের অনেক গাছে এল ই ডি আলো দিয়ে সাজানো হয়। উৎসব মিটেছে, তবে এখনও সে সব গাছ থেকে আলো খোলা হয়নি। গাছের গা থেকে ওইসব এল ই ডি আলো খোলাতে পুর উদ্যান দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে পুর আলো দফতর। কলকাতা পুরসংস্থার আলো দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন,

গাছের গায়ে কেবলমাত্র এল ই ডি কেন কোনও আলো লাগানোই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শারদোৎসবের জন্য কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শারদোৎসব তিন সপ্তাহ আগে শেষ হয়েছে, তা সত্ত্বেও কলকাতার অনেক হোটেল, রেস্তোরাঁ শারদোৎসবের সময় গাছের গায়ে যে এল ই ডি আলোর চেন লাগিয়ে ছিল তা এখনও খোলার সময় পাইনি। তা–ই গাছ থেকে এল ই ডি আলোর চেন খোলাতে পুর পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক প্র্যাকটিক্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৩ – এর উচ্চমাধ্যমিকের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আগামী ৫ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে, চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এক নির্দেশিকায় জানিয়েছেন, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ২৩ নভেম্বর ক্যাম্পের মাধ্যমে স্কুল গুলিকে দেওয়া হবে। প্রতিটি স্কুলকে আবশ্যিক ভাবে ২ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দফতরে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার নম্বরের শংসাপত্র জমা দিতে হবে।

লেন্স বার্তা

চলতি বছরে ডেঙ্গির সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে উত্তর কলকাতায়, চলছে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, রাজারহাটে।

১০,০০০ লিটার এর জলের ট্যাঙ্ক এ ভরেছে ডায়মন্ড হারবার রোড, মেট্রো লাইনের লোড টেস্টের জন্য আনা হয়েছে এতো পরিমাণ ট্যাঙ্ক। সাথে শুরু হলো মেট্রোর ট্রায়াল রানও।

এখন বাইকেও বিকোচ্ছে ডাব।

অবস্থা শোচনীয় হলেও যান–বাহনের চাপে বিকল্প রাস্তা না খুঁজে, বন্ধ করা যাচ্ছে না সাঁতরাগাছি ফ্লাইওভার। ছবি : অভিজিৎ কর।

এখানে ওখানে

হারিয়ে যাওয়া খাদ্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের হারিয়ে যাওয়া খাদ্য বৈচিত্র্য তুলে ধরতে অভিনব রন্ধনশৈলি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। ভারত সরকারের ইনক্রেডেবেল ইন্ডিয়া, ওয়ার্লড সেফ, ওয়েস্টার্ন সেফ অ্যাসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সেফ এসোসিয়েশন, মধ্য প্রদেশ ট্যুরিজম এবং একটি রান্না বিষয়ক ম্যাগাজিনের সহযোগিতায় দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বেটার কিচেন কুলিনারি চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা–সেশান ফোর।' প্রতিযোগীতার থিম ফ্লেভারস অফ ইন্ডিয়া। কলকাতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যের হোটেল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। পত্রিকাটির তরফে একতা ভার্গব বলেন, 'আমাদের মা ঠাকুরদার আমলে অনেক ধরনের খাবার ও রকমারী মিষ্টি আমরা খেয়েছি যেগুলো এখন আর বিশেষ দেখা যায় না। সেই সব হারিয়ে যাওয়া খাবার নতুন পদ্ধতিতে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হোটেল কর্মী, সেফ ও রাঁধুনীদের সেই সব খাবার রান্না করাও শেখানো হচ্ছে যাতে ভারতের খাদ্য বৈচিত্র বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কলকাতা ছাড়াও ১৫ টি রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । এরপর ফেব্রুয়ারির ১৭–১৮ তারিখ মুম্বাইতে এই প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ীরা স্কলারশিপ এর মাধ্যমে বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

শিবানন্দ বাবাকে পিস এওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২৭ বছরের চির যুবক পদ্মশ্রী স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে শিবানন্দ পিস এওয়ার্ডে ভূষিত করল সাউথ আফ্রিকার একটি সংস্থা 'স্বামী শিবানন্দ ওয়ার্ল্ড পিস ফাউন্ডেশান'। এই পুরস্কার এর আগে নেলসন ম্যান্ডেলা ও দলাই লামার মতো ব্যাক্তিত্বকে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন শিবানন্দ পিস ফাউন্ডেশানের সভাপতি প্রিন্স ঈশ্বর রামলুচম্যান মাভেকা জুলু। তিনি বলেন, যোগ–ব্যায়াম আর মানব সেবার মাধ্যমেই তিনি এত বছর বেঁচে আছেন।

এই বয়সেও তিনি বিশ্বের ৪৫ টি দেশ ভ্রমন করেছেন। বর্তমানে বারানসীতে একটি ছোটো আশ্রমে থাকেলেও তিনি এই বয়সেও চষে

বেড়াচ্ছেন সর্বত্র। শিবানন্দ বাবা পুরস্কার পেয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন। জুলু বলেন, তার পুর্বপুরষ ভারত থেকে সাউথ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। তিনি তার পুর্বপুরুষের জন্মভূমিতে ফিরে এরকম একজন মানুষকে এই পুরস্কার তুলে দিতে পেরে খুবই গর্ব বোধ করছেন।

শতবর্ষে দেশবন্ধু–নেতাজি প্রতিষ্ঠিত স্কুল

জয়ন্ত চৌধুরী : একশ বছর আগে দক্ষিণ কলকাতায় সাউথ ক্যালকাটা ন্যাশনাল হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২১ সালে তৈরি হওয়া সেই বিদ্যালয় একশ বছর পূর্ণ করলো গত সপ্তাহে। এই উপলক্ষ্যে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ। এছাড়াও স্থানীয় বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও পৌর প্রতিনিধি সন্দীপ বক্সী। উল্লেখ্য একশ বছর আগে দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত সাংবাদিক হরিশ মুখার্জীর বাড়িতে দেশবন্ধুর পৌরহিত্যে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। এই বিদ্যালয়েই একদা শহিদ যতীন দাসকে সুভাষচন্দ্র বসু শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ থেকে শুরু করে অসংখ্য দেশব্রতীর শিক্ষাসাধনা যুক্ত হয়ে রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা করেছেন বলে গবেষণায় তুলে এনেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র রাখাল দাস। এই উপলক্ষ্যে শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ মণ্ডল জানালেন ছাত্রদের উদ্যোগেই শহিদ যতীন দাসের ওপর একটি নাটক উপস্থাপন করা হয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও নানা সমাজসেবী সংস্থা এই শতবর্ষ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে তুলেছে।

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে হেলাবটতলা মোড় সংলগ্ন, গুরুদ্বার গুরুনানক সৎসঙ্গ বারাসত–এর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার, গুরু নানকের ৫৫২তম জন্মদিন পালিত হয়। এদিন বারাসতের সৎসঙ্গীদের পক্ষ থেকে গুরু নানকের বাণীপাঠ সহ লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করা হয় বলে জানালেন পিন্টু সিং ও যোগীন্দর সিং। তারা আরও জানান এই গুরুদ্বারের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। তারা প্রায় বত্রিশ বছর এই গুরুদ্বারের দেখভাল করছেন। এদিন হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন (প.ব.)–এর পক্ষ থেকে ফুল–মালা দিয়ে গুরুনানকের সিংহাসন ও নাটমঞ্চ সাজানো হয় বলে জানান হিউম্যান রাইটস–এর অন্যতম কর্মী অভিজিত বিশ্বাস (দেবা)। অভিজিতবাবু ছাড়াও এদিন গুরুনানকের জন্মদিন পালনে উপস্থিত ছিলেন পারমিতা ঘোষ, আব্দুল আজিজ সহ মানবাধিকার সংগঠনের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

পরিবেশ দূষণ কমাতে প্লাস্টিকের বিকল্প একমাত্র মাটির জিনিস। তাই মাটির তৈরি জিনিসের উৎপাদন বাড়াতে এবার কুমোরদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক পটারি হুইল মেশিন প্রদান করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। বাঁকুড়া জেলার খাতড়ায় সঙ্ঘের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এলাকার কয়েকশো কুমোরের হাতে এই মেসিন তুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা খাদি এন্ড ভিলেজ ইন্ডাষ্ট্রীস কমিশনের উদ্যোগে এবং গ্রামোদ্যোগ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে কুমোরদের হাতে ইলেকট্রিক্যাল হুইল মেশিন তুলে দেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, কুমোরদের হাতে এই মেশিন তুলে দেওয়ার পাশাপাশি কিভাবে এই মেশিন ব্যবহার করে দ্রুত চায়ের কাপ থেকে মাটির ভাঁড় বা অন্যান্য জিনিস উৎপাদন বাড়ানো যায় সে ব্যাপারেও কুমোরদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

মাঙ্গলিকী

‘৭৫–এ শ্রীমঞ্চ’

কৃষ্ণচন্দ্র দে

৩ নভেম্বর তপনে অনুষ্ঠিত শ্রীমঞ্চ–র নাট্য উৎসব–৭৫এ শ্রীমঞ্চ

শুরুতেই শ্রীমঞ্চ সম্বন্ধে দুচারকথা বলা প্রয়োজন। যদি কোন লেখক বা কোন গবেষক বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে কিছু চর্চা বা কোন থিসিস লিখতে চান তবে কোন দ্বিধা না করেই বলতে পারি শ্রীমঞ্চ এই নামটির সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং নাট্য জগতে এর উজ্জ্বল উপস্থিতি টের পাবেন। ১৯৪৭ সালের ৩ নভেম্বর তারিখে বাংলা থিয়েটারে থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ‘প্রেমাংশু বোসের হাত ধরে পদার্পণ করার পর থেকে আজ ৭৫তম বর্ষে এসেও একের পর এক মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে শ্রদ্ধেয় হেমন্ত মিত্রের তত্ত্বাবধানে। উত্থান পর্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় কালি প্রসাদ মুখার্জী, গণেশ মুখার্জী, মনুষ্যচন্দ্র সর্বাধিকারী, বাদন মণ্ডল, রঞ্জিত ব্যানার্জী, অনুপ কুমার, তরুন কুমার, গীতা দে, হিমানী গাঙ্গুলী, শিশির ভাদুড়ি প্রমুখেরা। ‘হলো না কেন যার প্রতিকার’, চাকা, ‘কেরানীর জীবন’, ‘পাণ্ডব গৌরব’, ‘আলমগীর’ থেকে শুরু করে বর্তমান নাটক ‘কালো মানুষের কবি’ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৮ থেকে প্রায় পঞ্চাশটি নাটক তারা মঞ্চায়িত করেছেন। আজও ৭৫তম বছরে শ্রীমঞ্চ বর্তমান হাতিবাগান নলিনী সরকার স্ট্রিটের নিজস্ব মহলা কক্ষে আগামীর স্বপ্নে বিভোর।

৭৫তম নাট্যোৎসবে যারা আমন্ত্রিত ছিলেন যথা মেঘনাদ ভট্টচার্য, অরূপ রায়, বিলু দত্ত, অনুপ গুপ্ত, স্বপন সেনগুপ্ত প্রমুখেরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান এর ১ম পর্ব শুরু হল। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিবর্গকে বরণ করে নিলেন দলের সদস্যেরা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সুদীপ্তা ভাদুড়ি। দলের কর্ণধার হেমন্ত মিত্র আবেগ তাড়িত ভাষায় বললেন খুব ভাল লাগছে আপনাদের দেখে। প্রায় ৮/৯ এর দশকের বন্ধু প্রতীম অনুপ ও স্বপনকে দেখে ভাল লাগছে। আমি তো ৭৫ বছর ধরে দলকে টেনে নিয়ে যাইনি। আমি মাঝখানে ঢুকে পড়েছি। তারপর আজকের প্রজন্ম ব্যাটন ধরবে। পরিশেষে রাজন্যা মিত্রকেও এই প্রজন্মের শিল্পী সদস্য হিসাবে সম্বর্ধনা তুলে দেওয়া হয়।

মেঘনাদ ভট্টাচার্য বললেন– শ্রীমঞ্চের অনুষ্ঠানে যারা যারা এসেছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালবাসা জানাচ্ছি। প্রেমাংশুদা এই দলের প্রাণপুরুষ ছিলেন। ভাবতে খারাপ লাগছে বাঙালির ব্রডওয়ে থিয়েটারটা ১২৫ বছরে উঠে গেল।

নাটক

পেশাদার অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক আসতো বেশিরভাগ মফস্বল থেকে। আমি গ্রুপ থিয়েটার করি, তবে এতো প্রতিভাময় শিল্পী বর্তমানে গ্রুপ থিয়েটারে নেই বললেই চলে। শ্রীমঞ্চ বরাবর সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটক করেছেন। আমরা কি পাব এটা ভেবে নাটক করতে আসিনি, যদি এটা ভেবে আসতাম তাহলে ৭৫ দিনের বেশি টিকে থাকতে পারতাম না। আসলে থিয়েটার করে যে আনন্দটা পাই সেটা আর কোন কাজে পাই না। থিয়েটার কর্মীরা লোভী নয়, ওদের মেরুদণ্ড সোজা। স্বাধীনতার বয়স আর শ্রীমঞ্চের বয়স এক। দর্শক ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাই দর্শকবৃন্দকে নমস্কার।

অরূপ রায় বললেন– আমরা যারা থিয়েটার কর্মীরা তারা থিয়েটার কিভাবে করতে চাই, কেন করতে চাই তা মেঘনাদদা প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ‘প্রচ্ছন্ন মহিমা’ আমার দেখা শ্রীমঞ্চের প্রথম নাটক। শ্রীমঞ্চের সদস্য ছিলাম। আনুমানিক চারটি নাটকে অভিনয় করেছি। আমাকে নিয়ে এসেছিল হেমন্ত মিত্র। আমি একবার ভেবে নিয়েছিলাম আর থিয়েটার করবো না। এটা বোধ হয় আমার জন্য নয়। আমি আজও যে থিয়েটারে যুক্ত আছি তাতে শ্রীমঞ্চের অবদান ভোলবার নয়। মাত্র তিন ঘন্টার নোটিশে হেমন্ত অনীকের উৎসবে নাটক করে আমার এবং অনীকের মান বাঁচিয়েছিল। শ্রীমন্ত ১০০ বছর পার করুক। হয়তো সেদিন আমি বা হেমন্ত থাকব না। পরবর্তী প্রজন্ম সেটা পার করে দেবেই। বিলু দত্ত বললো– প্রথমেই প্রণাম জানাই সেই মানুষগুলোকে যারা আর আমাদের মধ্যে নেই। ৭৫ বছর দল চালানো মুখের কথা নয়। যে দুজন মানুষকে নিয়ে হেমন্তদা কাজ শুরু করেছেন সেই দুইজন আজ মঞ্চে উপস্থিত আছেন এটা ভাল লাগছে। আমি ২৫ বছর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে কাজ করেছি আমি জানি কিভাবে কাজ করতে হয়। ওরা যেন যোগ্য ব্যক্তিকেই ব্যাটন তুলে দেয়।

অনুপ গুপ্ত বললেন– মেঘনাদদার সঙ্গে আমরা একটা নাটক করেছি ‘রাজা সাহেবের কিসসা’। ওদের শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমরা যতদিন বাঁচবো যতবার ডাক পাবো ততবার আসবো।

স্বপন সেনগুপ্ত বললেন আমি বাণিজ্যিক নাটক পরিচালনা করতাম। ১৯৭৮ সালে হেমন্তর সাথে আমার পরিচয়। আজকে এসে খুব আনন্দ পেলাম। এরা ডাকলে আবার আসবো।

এরপর শ্রাবণী সরকার, বেবী সরকার, কুনাল প্রামাণিক, অজিত রায়, শশাঙ্ক মণ্ডল, শেখ ইসরাফিল, অশোক প্রামাণিক, অঞ্জনা সরকার প্রমুখ পুরনো দিনের শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অঞ্জনা সরকার আবেগ ভরা কণ্ঠে অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছেন, বললেন আপনারা আশীর্বাদ করুন আমি যেন সুস্থ হয়ে মঞ্চে ফিরে আসতে পারি।

এরপরে টেলিফোনে রুদ্রপ্রসাদকে ধরার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অসুস্থ শরীরে তার কথা ঠিক বুঝতে পারা গেল না। এরপরে আজকের নাটক ‘কালো মানুষের কবি’ মঞ্চস্থ হয়।

২৬ মে ২০২০ হতভাগ্য মানুষের করুণ আর্তনাদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল বিশ্বকে। জর্জ ফ্লয়েট কালো মানুষকে অত্যাচার করে খুন করা হয়েছিল আমেরিকায়। বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে গান্ধীজীকে কৃষ্ণাঙ্গ বলে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ। বর্ণ বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে এবং বোথা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ এই ‘কালো মানুষের কবি’ বেঞ্জামিন মোলাইজ।

কবিগুরুর আফ্রিকা কবিতা দিয়ে শুরু হল নাটক কালো মানুষের কবি। নাটকটি সুঅভিনীত। কবি বেঞ্জামিন মোলাইজকে ফাঁসি দিয়ে খুন করা হয় কবিতা লেখার জন্য। কালো মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য। কবিকে খুন করা গেলেও তার সৃষ্টিকে কী খুন করা সম্ভব? অভিনয়ে ছিলেন ঋষি গুপ্ত, সুমন চক্রবর্তী, অপূর্ব শংকর ঘোষ, বারীন্দ্র ভট্টাচার্য, হিজল চ্যাটার্জী, শুভাশিস ব্যানার্জী, রিয়া দাশগুপ্ত, কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন অমিত প্রামাণিক, বিজয়া কর্মকার, স্মৃতিলেখা কর, অদিতি চক্রবর্তী, শায়েরী মণ্ডল, নীলাশ্রী শীল এবং অন্তরা ব্যানার্জী। অভিনয় ভালো হলেও সংলাপ উচ্চারণে ও মডিলিউশনে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। এটা করতে হলে চাই নিরবিচ্ছিন্ন তালিম। নির্দেশক হেমন্ত মিত্রকে শুধু বলবো আরও একটু ডিটেলিং এর দিকে নজর দেবার জন্য। দু–এক জন শিল্পীর উচ্চারণে কিছুটা জড়তা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বেঞ্জামিনএর ভূমিকায় ঋষি গুপ্ত বেশ ভালো। তবে আরও তালিম দরকার। নাটকটার ভবিষ্যৎ আছে। সুদীপ বিশ্বাসএর রচনা বেশ জোরালো। ধারও আছে ভারও আছে।

উপসংহারে বলছি একটি নাট্যদল তার ৭৫ বছর পূর্তি পালন করছে এটা একটা নাট্য জগতে বিরল ঘটনা। ভাবতে খুব ভালো লাগছে কিছুটা গর্বও অনুভব করছি। শ্রীমঞ্চের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। তারা শতবর্ষ পালন করুক এই আশা রাখছি।

সর্বোপরি হেমন্ত মিত্রের জন্য রইলো একটা উষ্ণ অভিনন্দন। সকল সদস্যবৃন্দের জন্য রইলো অকৃত্রিম ভালবাসা। ওদের আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

প্রেমের গল্প বলবে ভালোবাসা নট আউট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘোষনা হল পরিচালক সায়ন বসুর নতুন ছবির নাম। ছবির নাম ভালোবাসা নট আউট। পুরোপুরি প্রেমের গল্পের মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন নবাগত নায়ক নায়িকা। এর আগে সায়ন বসুর ছবিতে নামি মুখ দেখা গেলেও এবারে নবাগত পার্থ দত্ত ও পায়েল চ্যাটার্জিকে নিয়ে তার নতুন ছবি ভালোবাসা নট আউট।

পরিচালক সায়ন বাসু জানান ভালোবাসা নট আউট হল একটি প্রেমের ছবি। অনু আর রোহন এর প্রেম দিয়ে শুরু হয় সিনেমার মূল প্লট। অনু একজন সিঙ্গেল মাদার। একটি অনলাইন ডেটিং সাইট থেকে দুজনার আলাপ। তবে ছবি যতটা এগোতে থাকে, তত ট্বিস্ট বাড়তে থাকে। এই সব কিছু নিয়ে ভালোবাসা নট আউট।

ছবিটি প্রযোজনা করছেন মোজোটেল এন্টারটেনমেন্ট। এর আগে তাদের প্রযোজনাতে মুক্তি পেয়েছে সহবাসে, অপরাজেয় ছবি। ছবিটির সহ প্রোযোজনায় রয়েছে –মভিং রিলস এন্টারটেনমেন্ট।

ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছে নবাগত পার্থ দত্ত ও পায়েল চ্যাটার্জি এছাড়া দেখা যাবে মিনি ছবির পরে অয়ন্যা চ্যাটার্জিকে একটি মূখ্য চরিত্রে এবং ছবির শুটিং এই মাস থেকেই শুরু কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় হবে এই ছবির শুটিং। পরের বছরের শুরুতেই মুক্তি পেতে চলেছে ভালোবাসা নটআউট!

রূপম কলাচক্রের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ শহরতলির বজবজের রূপম কলাচক্র তাদের ৩৭তম বর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করল বজবজ সুভাষ উদ্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। রূপম কলাচক্রের নৃত্য শিল্পীরা আগমনী গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। তারপর সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের মূর্ছনায় অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে ওঠে। নৃত্য শিল্পীদের অপূর্ব শৈল্পিক উপস্থাপনা সকলের মন ছুঁয়ে যায়। বিশেষ করে খুদে নৃত্য শিল্পীদের উপস্থাপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সঙ্গীত ও কবিতাতেও শিল্পীদের মুন্সিয়ানা শ্রুতি মধুর ছিল। রূপম কলাচক্রের পরিচালক সুপর্ণ চক্রবর্তী পরম যত্নে তাঁর ছাত্র–ছাত্রীদের গড়ে তুলছেন। ৩৭ বছর ধরে তিনি শিল্প–সংস্কৃতির জন্য নিবেদিত প্রাণ।

বাঙালি ও বাঙালিয়ানার কবিতার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ নভেম্বর বর্ধমান মেন লাইনে সিমলাগড় সানন্দ মিলন তীর্থ আশ্রমে বাঙালি ও বাঙালিয়ানা বিনোদন ও সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদিত প্রথম বর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে ছোট্ট মেয়ে অচিস্মিতা জানার ‘আমি বাংলায় গান গাই’। গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসল অলংকৃত করেন কবি সাহিত্যিক সঞ্জীত বোস, আশ্রমের সম্পাদক রমেন বিশ্বাস, সাহিত্যিক দিলীপ চক্রবর্তী, সানন্দ মিলন তীর্থ মিশনের স্বামীজী মহারাজ, বিশিষ্ট নাট্যকার সুজিত দে, কবি ও আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা সমীর মুখার্জী, মেদিনীপুরের কাজল কৃষ্ণা পাত্র ‘যোগসূত্র’ কবিতা পাঠ করেন। তাঁর একটি বই ‘অমর প্রেম’ মঞ্চে প্রকাশিত হয়। এছাড়া দিলীপ চক্রবর্তী ‘সপ্ত সিন্ধু’ বই খানি এবং ‘বাঙালি ও বাঙালিয়ানা’ পত্রিকাটিও উন্মোচিত হয়। কবি সহদেব দোলই পেশায় রেলকর্মী আর নেশায় সাহিত্য প্রেমী। তিনি তাঁর স্বরচিত কবিতা ‘ক্ষমা কর’, অর্নব দত্তের শান্তির আগমন, মলয় কুমার মাঝির অনুগল্প ‘লড়াই’ পাঠ করেন। খুদে শিল্পী শ্রীতমা ঘোষ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই মানুষ ফসল ফলিয়েছে কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেন। একটি মনোজ্ঞ শ্রুতি নাটক কথোপকথন পরিবেশন করেন সুনীল বণিক ও সোমা মজুমদার। স্বরচিত কবিতা নীলাম্বরী শোনান বেহালার অদিতি মুখার্জী। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আজকালের সাংবাদিক শেখ সিরাজ ও সত্যযুগ পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক নৌশাদ মল্লিক। সমগ্র ও অনুষ্ঠনটি নিপুন উপস্থাপনায় সঞ্চালন করেন শিক্ষক অশোক কুমার রায় ও বাচিক শিল্পী কুমকুম চৌধুরী।

মা সারদার জীবনালেখ্য

শ্রেয়সী ঘোষ : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান রসদদারদের মধ্যে ছিলেন বলরাম বসু ।তাঁর বাড়িতে বহু রাত্রি কাটিয়েছেন ঠাকুর ।তাই ঠাকুরের কাছে বলরাম ভবন হলো দ্বিতীয় কেল্লা। এখন সেই বাড়ি বলরাম মন্দির। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির আগে কথিকা বা সংগীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে এখানে। গত ৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে সেখানে জনপ্রিয় অভিনেতা অধ্যাপক ডঃ শঙ্কর ঘোষ পরিবেশন করলেন বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মী সারদেশ্বরী। মা সারদামণির জীবন অবলম্বনে এই গীতি আলেখ্য। কথায় ও গানে এই অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন শিল্পী। বিখ্যাত গান গুলির মধ্যে ছিল বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো, মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই, মা আছেন আর আমি আছি, গোঠে আমি যাব মাগো, মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না, একবার বিরাজ ওগো মা প্রভৃতি। তবলা ও শ্রীখোলের মাধ্যমে শিল্পীকে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। এক ঘন্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠান যেকোনো সময় ভক্ত শ্রোতারা শুনতে পারবেন বলরাম মন্দিরের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে।

পুজোয় জলছত্র

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের কালীপুজো রাজ্যের দীপাবলির এক অন্যতম সেরা আকর্ষণ। কোভিড–এর কারণে গত দুবছর লকডাউন থাকায় পুজো বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই আবার চেনা ছন্দে। কেএনসি রোডের হরিতলায় দর্শনার্থীদের প্রচুর ভিড়। তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য সাধুখাঁ ইলেকট্রনিকস–এর পক্ষ থেকে কালীপুজোর আগের দিন রবিবার পুরসভা থেকে জলের গাড়ি দেওয়া হয়। এবার তা দেয়নি। অথচ পুজোর চারদিন বারাসতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। হরিতলা মোড় তো ভিড়ে ঠাসা থাকে। তাই তৃষ্ণার্ত মানুষদের কথা ভেবেই এই জলছত্রের ব্যবস্থা করি। কিছু না পারলেও তৃষ্ণার্ত মানুষদের অন্তত একটু জল দান তো করা যাবে।’

অভিনব রেডিও কলকাতা

বিশেষ প্রতিনিধি : লকডাউন কালে বিদ্যার্থীদের প্রথাগত স্কুল–কলেজ–ইউনিভার্সিটিতে এসে ক্লাস করা বন্ধ ছিল। সেজন্যই বিদ্যার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে ক্লাসরুমকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশ্বজুড়ে নানান আয়োজন শুরু হয়। গুগল মিট’, গুগল ক্লাসরুম’, জুম’ – এরকম নানান অ্যাপের আমদানি ঘটেছে। এই বাংলার ছাত্রছাত্রীরাও তাতে অনেকটা অভ্যস্তও হয়েছে। আর কেবল ছাত্রছাত্রীরা কেন, কমিউনিটির মানুষজনও আলাপ–আলোচনা, সেমিনার–সিম্ফোজিয়াম এমন কী নির্ভেজাল আড্ডা দিতেও এই সমস্ত অ্যাপ সেসময় থেকে ব্যবহার করতে শুরু করে।

দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ‘সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ’ শুরু করল এরকমই এক অভিনব পরিকল্পনা। তৈরি করলো ‘ইন্টারনেট রেডিও’। নাম দিল ‘রেডিও কলকাতা’।

এই রেডিও শোনার জন্য প্রয়োজন ইন্টারনেট যুক্ত মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার। গুগল খুলে সার্চ অপশনে গিয়ে radiokolkata.org লিখে সার্চ করলে রেডিও কলকাতার ওয়েবসাইট খুলে যাবে। সেখান থেকেই শোনা যাচ্ছে এই রেডিও’র সম্প্রচার প্রতিদিন রাত ন’টায়। প্রথমে ভাবনাটা ছিল ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে। তাদের কাছে ক্লাসরুমটা অতি সহজেই এই ‘ইন্টারনেট রেডিও’র মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এই ভাবনাটা আরও বিস্তারিত হল, শুধু কলেজের গন্ডি নয়, কলেজ–ইউনিভার্সিটির বাইরের কমিউনিটির মানুষ, রাজ্যের মানুষ, দেশের মানুষ এমন কী বিশ্বের মানুষও উপকৃত হবেন এই রেডিও’র মাধ্যমে।

নানান বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান চলছে এই রেডিওতেই। গান ও আড্ডায় ভরা অনুষ্ঠান কিছু কথা কিছু গান, বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের গল্প নিয়ে সাহিত্যের বাগানে ছাত্রছাত্রীরা সৃষ্টি করেছে নানান স্বাধের নাটক, নাম দিয়েছে – সাহিত্য শ্রুতি, আবার তারা নিজেরাও গল্প লিখেছেন, নব্য লেখকদের গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন দোয়াত, বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের চাষির কথা, চাষের কথা, বিশেষজ্ঞদের মুখে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষবাসের পরিকল্পনা এবং গ্রামীণ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের বাঙালির কাছে তুলে ধরার জন্য চাষবাস নামে একটি অনুষ্ঠান চলছে।

আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে তুলে ধরা হচ্ছে ঐতিহ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, থাকছে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যের সাথী এবং বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান জিজ্ঞাসা, সংগীত শিল্পীদের সাক্ষাকারমূলক অনুষ্ঠান হিসাবে থাকছে সংগীত সমারোহ কিংবা মিউজিক্যালি ইয়োর্স, মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান থাকছে অঙ্গনা, ছোটোদের জন্য থাকছে রামধনু কিংবা ছুটির আড্ডা’, এছাড়াও থাকছে আলোচনামূলক অনুষ্ঠান কথায় কথায়, গল্পপাঠের অনুষ্ঠান গানে গল্পে, সংবাদপাঠ ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হিসাবে থাকছে এই সময়ে। স্কুল–কলেজ–ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করছে স্টুডেন্ট কর্নারে’, আর ছাত্রছাত্রীদের বা গবেষকদের জন্য সিরিয়াস পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা থাকছে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম।

এই অনুষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়। এছাড়াও প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ দিনকে কেন্দ্র করে থাকে নানান অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই পুজোর সময়ে পুজো পরিক্রমাও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এই চ্যানেলে। কখনও সকালে বা কখনও রাতে অতিরিক্ত সময়ে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। রেডিও কলকাতার একটি অ্যাপও চালু হয়েছে।

২ নভেম্বর এই অ্যাপের উদ্বোধন হয়। এই ইন্টারনেট রেডিও’র মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রী এবং নতুন প্রজন্মের সৃষ্টিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। শুধু নতুন প্রজন্ম নয়, পুরনো দিনের মানুষও যদি নতুন কিছু করতে চান, তার জন্য সুযোগ থাকছে এই ইন্টারনেট রেডিওতে।

পুরনো নতুনের মেলবন্ধনে এক অভিনব সংস্কৃতিকে বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই রেডিও কলকাতার সদস্যরা। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা, দেশের প্রায় ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ শহর বিশ্বের প্রায় ১২টি দেশের মানুষ শুনছেন রেডিও কলকাতার অনুষ্ঠান। দেখতে দেখতে ১টা বছর কেটে গেল। ২ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ প্রাঙ্গণে। অপরাহ্ণের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একথাই জানালেন কলেজের অধ্যক্ষা এবং রেডিও কলকাতার মূখ্য উপদেষ্টা ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী। সঙ্গে ছিলেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়–সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের বিজয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার ৩০ অক্টোবর সংঘের প্রশাসনিক ভবন, বাওয়ালী জেলা ভবনে বিকাল ৩টায় দঃ ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হলো এক বর্ণময় মিলনমেলা। শিশু–কিশোর–নবীন–প্রবীনের মহামিলনে সুন্দর সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মিলন। নাচে গানে আবৃত্তি কথার ডালিতে সজ্জিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংঘের কার্যনির্বাহী সভাপতি দেবনাথ অধিকারী, জেলা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর সহ সভাপতি ডাঃ মোহন সাধুখাঁ, পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় রায়, সংগঠন সম্পাদক মানস নস্কর, এস আর ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুকমল সাহা, বিশিষ্ট সমাজকর্মী বাসুদেব কাবড়ী, জেলা পরিষদের পূর্বতন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় তরুণ রায়, বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার মাননীয় বসন্ত পরামানিক, অনন্ত সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক বিবেকানন্দ খাঁ, বুড়ুল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বিদিশা মন্ডল, বেলসিংহা শিক্ষায়তনে সহ শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস সহ অন্যান্য বহু সংগঠনের সংগঠকবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা। সংঘের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিবেদন করা হয়।

এরপর সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা দেবনাথ অধিকারীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ ও অনুমোদনের পর বার্ষিক জেলা শিবির সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনান্তে উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ শেষ হয়।

রাস উৎসবে মাতল বঙ্গবাসী

দেবাশিস রায় : কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবে মেতে উঠল বঙ্গবাসী। ২১ কার্তিক থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব স্থানভেদে চলে বেশ কয়েকদিন যাবৎ। যার মধ্যে সর্বপ্রথমেই মনে পড়ে কোচবিহারের মদনমোহনের রাস উৎসব। নদিয়ার নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবে প্রথম থেকেই সকলের নজর কেড়ে নিয়েছে। এছাড়াও পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট এবং পূর্বস্থলী–শ্রীরামপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি এলাকার রাস উৎসবও বেশ বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, কালী, গণপতি সহ বিভিন্ন দেবদেবীর সাবেকি মূর্তির পাশাপাশি আধুনিক শিল্পশৈলীর অসংখ্য নিদর্শনে গড়া প্রতিমা, নজরকাড়া থিম, মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা, বাদ্যবাজনা, নৃত্য–গীতের সম্ভার সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রাস উৎসবের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছে। যদিও অতিমারি করোনার কারণে বিগত দু'বছর এই উৎসবের জৌলুশ অনেকখানি ফিকে হয়ে গিয়েছিল। তবে করোনার ধাক্কা সামলে এবার যেন পুরনো ছন্দে ফিরেছে ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের আনন্দ। দাঁইহাটের ভাউসিংয়ে বিবেকানন্দ সংঘের উদ্যোগে ‘বুর্জ খলিফা’র আদলে তৈরি মণ্ডপ সহ আলোর কেরামতি দর্শকদের মোহিত করে দেয়। এককথায়, সন্ধ্যা নামতেই এই উৎসবের আনন্দটুকু নিংড়ে নিতেই সর্বত্র মানুষের ঢল নেমেছিল। এদিকে, উৎসবকে শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পুলিশ–প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাপক উদ্যোগ ছিল।

ফুটবলে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল্পনার অবসান। এআইএফএফ ঘোষণা করে দিল আই লিগ বিজয়ী দল পরের বছর সরাসরি এবার থেকে আইএসএলে খেলার সুযোগ পাবে। এ কথা জানিয়ে দিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার (এআইএফএফ) সেক্রেটারি জেনারেল শাজি প্রভাকরণ। ১২ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে আই লিগ। বাংলা থেকে মহমেডান স্পোর্টিং এ বারের আই লিগে খেলবে।

তিন বছর আগে এএফসি এবং এআইএফএফের যৌথ রোডম্যাপেই বলা হয়েছিল, আই লিগের দল সরাসরি আইএসএলে খেলবে। সেই রোডম্যাপ মেনে শাজি বলেন, পরের বার আই লিগের বিজয়ী দল আইএসএলে খেলবে। তবে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে তাদের। আই লিগ জয়ী দলকে আইএসএলে অংশগ্রহণের জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না।

২০১৯ সালে এএফসি এবং এআইএফএফের যে রোডম্যাপ হয়, সেই অনুযায়ী ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ মরসুমের আই

লিগ জয়ী দল সরাসরি আইএসএল খেলার সুযোগ পাওয়ার কথা। আইএসএলে উন্নয়ন-অবনমন চালু হবে ২০২৪-২৫ মরসুম থেকে।

শাজি বলেছেন, যে রোডম্যাপ তিন বছর আগে তৈরি করা হয়েছে আমরা সেটাকেই অনুসরণ করছি। এতে সব জল্পনা থেমে যাবে এবং ভারতীয় ফুটবল এগিয়ে যাবে। আই লিগ ক্লাবরাও এই সিদ্ধান্তে খুশি হবে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, এআইএফএফের নতুন কমিটি এই রোডম্যাপকে মান্যতা দেবে না। তবে নতুন সভাপতি কল্যাণ চৌবে সাফ জানিয়ে দেন, এএফসি-র সামনে যে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে তাই অনুসরণ করা হবে।

কয়েকদিন আগে ক্রিকেট বোর্ড এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে জানিয়েছিল পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা বৈষম্য করা হবে না। এবার ফুটবল ফেডারেশন ঘোচালো আইলিগ ও আইএসএলের ভেদাভেদ।

ব্যক্তিগত দক্ষতায় ভরসা করে বিশ্বকাপে ম্যাচ জেতা দুষ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কখনো বিরাট, কখনো সূর্য। যত প্রশংসাই হোক না কেন টিম গেম না হলে কি হয় এবারের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তা দেখালো ভারত। ক্রিকেটের মত অনিশ্চিয়তার খেলায় কে জিতবে আর কে হারবে বলা কঠিন, কিন্তু প্রথম থেকে যেভাবে মানসিকতায় ভারত ইংল্যান্ডের পিছনে পড়ে রইল তা দেখে বোঝার উপায় নেই সব চেয়ে বেশি ম্যাচ জিতে সেমি ফাইনালে ওঠা দল এটি। লীগ ও নক আউট পর্যায়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। একবার জীবন পেলে শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান বরাবর ভয়ঙ্কর। ওদের নাছোড়বান্দা মনোভাবটাই দেখাতে ব্যার্থ হোলো ভারত। এই হার থেকে শিক্ষা নেওয়াটাই এখন জরুরি। বিশ্বকাপে বার বার নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ খুব কমই আসে। তাই রোহিতের ভেঙে পড়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু বোলারদের দোষ দিয়ে এই হারের কারণ খোঁজা ঠিক নয়। অধিনায়ক যাই বলুক কোচ রাহুল দ্রাবিড় আবার বলছেন কম রান করাটাই হারের কারণ। বল বা ব্যাট, ব্যার্থতা যেখানেই থাক তার কারণ বার

করাটাই এখন জরুরি কাজ।

তবে ক্রিকেট বোদ্ধা যারা খেলা দেখেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই অভিমত জেতার মানসিকতায় পিছিয়ে ছিল ভারত। ইংল্যান্ড দলের নড়াচড়া বলে দিচ্ছিলো তারা আজকে জিতবে বলেই মাঠে নেমেছে। সেখানে ভারত তাকিয়ে ছিল ব্যক্তিগত ভাবে কে কবে ক্লিক করবে সেই দিকে। মনে হয় এটাই ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতা। একটা বড়ো কারণ হতে পারে ভারতীয় দলের ফিটনেস। বডি ল্যাংগুয়েজ দেখে প্রশ্ন জাগে রোহিত কি আদৌ পুরোপুরি ফিট। পুরো টিমটাই যেন কেমন নাছোড়বান্দা মানসিকতার বাইরে। সম্ভবত ভোকাল টনিক দিয়ে দলকে চাঙ্গা করার লোকের অভাব পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলে। আগে সিক্সটি সেভেনটি পার্সেন্ট ম্যাচকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিতে পারতেন মাঠের বাইরে থাকা কর্মকর্তারা, এখন সবাই প্রফেশনাল অংক করতেই ব্যস্ত।

হারলে কাটা ছেঁড়া চলবেই। সেই ময়না তদন্তের আর একটা বিষয় টিম গঠন। সেখানেও রয়েছে অনেক প্রশ্ন। চাহলের মত একজন লেগ স্পিনারকে বসিয়ে রাখার কি মানে তা টিম ম্যানেজমেন্টই বলতে পারবে।

তবে ভাবতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। ভারতীয় টিমে ট্যালেন্ট অনেক। তাঁদের চনমনে করে রাখা এবং পুরোটা দেওয়ার মানসিকতা বজায় রাখাটাই আসল কাজ। আরও প্রশ্ন জাগে অতিরিক্ত খেলার ফলে কি ক্লান্তি ঘিরে ধরছে খেলোয়াড়দের।

তবে পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের মত দুই অদম্য মানসিকতার লড়াই হত চলেছে ফাইনালে। একটা ভালো ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় রয়েছে সকলে।

লিগে ডায়মন্ড হারবার প্রিমিয়াম ডিভিশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতিহাস তৈরি করলো ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের দৌলতে কলকাতা ফুটবল লিগে প্রথম মরশুমেই প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো স্প্যানিশ কোচ কিকু ভিকুনার ছেলেরা। মরশুমের অন্যান্য ম্যাচের মতোই শেষ ম্যাচেও দাপটের সঙ্গে ডালহৌসি এসিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে খেতাব অর্জন করলো ডায়মণ্ড হারবার। শুক্রবার তাদের ঘরের মাঠ বাটানগর স্টেডিয়ামে ডালহৌসির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আক্রমনাত্মক ফুটবল খেলে ভিকুনার ছেলেরা। ৩৮ মিনিটে দীপাঞ্জন দাস গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ায় অধিনায়ক অসীম বিশ্বাস। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ের চার মিনিটে বাঁশি বাজার

ঠিক আগে ৩-০ তে এগিয়ে দেন দলকে। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল পরিশোধ করার সুযোগ পায় ডালহৌসি। গোটা ফুটবল মরশুমে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়ে এই কীর্তি স্থাপন করায় দলের ফুটবলার সহ সবার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন দলের মুখ্য নেতা পৃষ্ঠপোষক ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডালহৌসির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর টুইটারে তিনি লিখেছেন খেলোয়াড়দের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। প্রথম মরশুমেই কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য। ছেলেরা ও গোটা দল আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছে। হ্যাশট্যাগ দমদার হার বার।

জেলা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলী ব্লকের পিছাখালী অঞ্চলে অবস্থিত একটি আশ্রমের ৩০ জন দুঃস্থ শিশুকে শারীর শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা দুপুরের খাবার ও শীতের আপার লোয়ার সেট ও আনুষঙ্গিক কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করেন। কর্তৃপক্ষের আবেদন এমন আরো সাহায্য পেলে গরিব ও দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার উন্নতি করতে পারে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও ২০২২ সালের শিক্ষারত্ন সম্মান প্রাপক শুভেন্দু ঘোষ, প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক মানবেন্দ্র নাথ সর্দার ও জেলার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সাধারণ সম্পাদক বলেন, আগামী দিনেও জেলা ক্রীড়া পরিষদ দ্বারা সাহায্য করা হবে।

ক্লাসিক কার্তিক সম্মান-২০২২

'বর্তমানে সাপ্তাহিক আগামী দিনে দৈনিক'

পরিচালনায় - আলিপুরবার্তা

সহযোগিতায় - শীল সুইটস্, চন্দননগর বড়বাজার

মুশকিল আসান, ভদ্রেশ্বর বাবুঘাট

মিডিয়া পার্টনার - সংবাদ 10 News বাংলা | খাস বাংলা সবদিকের খবর, সবার আগে | আকাশ বার্তা

জানা-অজানা সফরে

অট্টহাস সতী পীঠে মা অধরেশ্বরী জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের

কুনাল মালিক

সম্প্রীতির অনন্য নজির

পুরান মতে উত্তরবাহিনী নদী বাঁকে বাঁকে পতিত হয়েছিল সতীর দেহখণ্ড যা পরবর্তীকালে একান্ন পীঠ বা সতীপীঠ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এই একান্ন পীঠের একটি পীঠ হলো ঈশানী নদীর তীরে 'অট্টহাস'। এখানে সতীর নিম্ন অধর পতিত হয়েছে তাই একে দেবী অধরেশ্বরী বলে ডাকা হয়। অট্টহাস সতীপীঠ স্থান পেয়েছে পাঁচটি গ্রন্থে। বৃহন্নীল, গান্ধর্ব, তন্ত্রসার, তন্ত্রচূড়ামণি ও নিরুপনম্। তন্ত্রচূড়ামণিতে রাঢ় দেশের মধ্যে বহুলা, উজানী, ক্ষীরখণ্ড, কীরিট, নলহাটি, বক্রেশ্বর, অট্টহাস এই আটটি সুপ্রাচীন সিদ্ধ পীঠের উল্লেখ আছে। আজও এই সতীপীঠ কোলাহলের বাইরে নির্জনতায় নিজের মহিমা বজায় রেখে আকর্ষণ করে ভক্তদের।

সম্প্রতি ঘুরে এলাম এই অট্টহাসে। বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার দক্ষিণ ডিহির নিরোল গ্রামে অবস্থিত এই মহাপীঠ। পীঠস্থানটি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিবেষ্টিত। দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো ঠিকভাবে প্রবেশ করে না। গাছ-গাছালিতে বিভিন্ন পাখির কলতানে মুখরিত এই জঙ্গল। অসংখ্য বাদুড় গাছে ঝুলছে। দিনের বেলাতেও শেয়াল চোখে পড়বে। মূল মন্দিরের পিছনে বিশালাকার মায়ের স্নানের পুকুর। জঙ্গলে পঞ্চমুণ্ডির আসন, রটন্তিকালী মন্দির এবং ভোলা বাবার সমাধি চোখে পড়বে। সন্ধের পর জঙ্গলে ঢুকলে গা ছম ছম করবে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার নিশি সুর শ্মশানটিকে ভাব গম্ভীর করে তুলেছে। পাশ দিয়ে বসে চলেছে ইশানী নদী। শান্ত নির্জন গ্রামের শেষে মন্দিরে ঢোকার মূল রাস্তায় সতীকে কাঁধে নিয়ে শিবের বিশাল মূর্তি সকলকে আকর্ষণ করে। মন্দিরে ঢোকার মুখেই অতিথি নিবাস। নিচে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ ক্যাম্প। মায়ের গর্ভগৃহে

অট্টহাস মন্দির

অট্টহাস মন্দিরের বিগ্রহ

কালো পাথরের নাতি দীর্ঘ মূর্তি। ইতিহাস বলে আগে এখানে ত্রিশূল ও ঘট পুজো হতো। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত দেবী পুরানে সতীপীঠের আলোচনায় অট্টহাসের নাম দেখতে পাওয়া যায়। অট্টহাস থেকে প্রাপ্ত চামুণ্ডা মূর্তিটি প্রাচ্য বিদ্যার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু পঞ্চম শতাব্দীতে তৈরি বলে দাবি করেছেন। যদিও ঐতিহাসিক নীহারঞ্জন রায় এই মূর্তিটিকে পাল যুগের ভাস্কর্য শিল্পের এক অসাধারণ নিদর্শন বলে জানিয়েছেন। বর্তমানে এই মূর্তিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সুরক্ষিত আছে।

এই সতীপীঠের পরম্পরা অতি প্রাচীন। শ্রীচৈতন্য দেব, মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী, প্রভুপাদ বিজয় গোস্বামী, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, প্রবোধানন্দ মহারাজ, এই সতীপীঠে এসেছেন। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ এখানকার পঞ্চমুন্ডির আসনে তপস্যা করেছেন বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত, এক রাত থাকার আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা হল অসাধারণ। এবং আধ্যাত্মিকতার আদর্শ জায়গা মহাতীর্থ অট্টহাস। তারাপীঠের যে কর্পোরেট ব্যাপার স্যাপার তার নাম গন্ধ নেই। এক অনাড়ম্বর প্রাচীন শান্ত নির্জন ভদ্র পরিবেশের তীর্থস্থান মহাতীর্থ অট্টহাস সতী পীঠ। এই সতী পীঠে চোখে পড়ল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরাই আসেন। মানতও করেন ঢিল বেঁধে। মানত পূর্ণ হলে মাগুর মাছ নিয়ে পুজো দিতে আসেন। জ্যান্ত মাগুর মাছ মায়ের পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাঁস-পায়রা মানত করলে তা বলি দেওয়া হয় না, মন্দির প্রাঙ্গণে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই মহাতীর্থ অট্টহাস সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। মা অধরেশ্বরী মাহাত্ম্য কোনও ধর্ম মানে না। সকলেই সেখানে আসে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে।

● বর্তমানে এই সতীপীঠের দায়িত্বে আছেন রামজী মহারাজ। শান্ত সৌম্য মহারাজ জানান, এখানে কঠোরভাবে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। যে কোনও প্রকার নেশার দ্রব্য নিষিদ্ধ এখানে। জুতো খুলে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে হয়। অতিথি নিবাসে থাকার ব্যবস্থা আছে। একদিনের জন্য ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। দুপুরে ও রাত্রে নিরামিষ ভোগ পাওয়া যায়। তার জন্য ৫০ টাকার কুপন সংগ্রহ করতে হবে কার্যালয় থেকে। যোগাযোগের জন্য এই নম্বরে ফোন করতে পারেন : ৯৬৩৫৪৬৯৯০৪।

রাতের অট্টহাস

● ট্রেনে বা বাসে কাটোয়া নেমে অটোয় যাওয়া যায় অট্টহাস মন্দিরে। এছাড়াও কাটোয়া থেকে অট্টহাস সরাসরি বাস যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। গাড়িতে সরাসরি দাঁইহাট চৌমাথা পেরিয়ে কাটোয়া বাসস্ট্যান্ড হয়ে চলে যাওয়া যায় নিরোল গ্রামে।

● অট্টহাস মন্দির দেখে কীর্ণাহার হয়ে চলে যাওয়া যায় মা ফুল্লরা দর্শনে। এখানেও মায়ের মহিমা দিগন্ত বিস্তৃত বহু মানুষ তাদের মনের কামনা বাসনা নিয়ে আসেন মা ফুল্লরার চরণে। এটিও একটি সিদ্ধ পীঠ বহু সাধক এখানে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। এখানেও আছে

অট্টহাসে পঞ্চমুণ্ডির আসন

পঞ্চমুণ্ডির আসন। দুপুর বেলায় বিনামূল্যে ভক্তদের ভোগ বিতরণ করা হয় এখানে। বহু মানুষ ভোগঘরে একসঙ্গে বসে তৃপ্তি লাভ করেন মা ফুল্লরার মন্দির চত্বরে।

● এই মন্দিরের সামান্য দূরেই অবস্থিত মুণ্ডমালিনী তলা। সেখানে মা মুণ্ডমালিনী অবস্থিত নির্জন মন্দিরের ভিতর। সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন থেকে সাধকের সমাধি ফুটিয়ে তোলে ভাবগম্ভীর পরিবেশ। বীরভূমের এই তীর্থ পরিক্রমা শুধু আনন্দ দেয় না মনকে ভরিয়ে তোলে আধ্যাত্মিক চেতনায় ও সাক্ষী করে প্রাচীন ইতিহাসের।

মা ফুল্লরা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com